দিগন্ত

১৪৩৩ বঙ্গাব্দ




ZAIRA
DIAMOND
God Created Diamonds We Sculpted Them With Soul
Own Real Diamond Jewellery
With
EASY INSTALLMENT PLANS
CONNECT TODAY TO OUR AHMEDABAD SHOWROOM
08866446555
Luxury Meets Affordability



Bangiya Antariksha Sanskritik Samiti (BASS) blends Bengali culture with the spirit of space exploration. Our organising team includes scientists from ISRO & PRL and community members.

Our Team

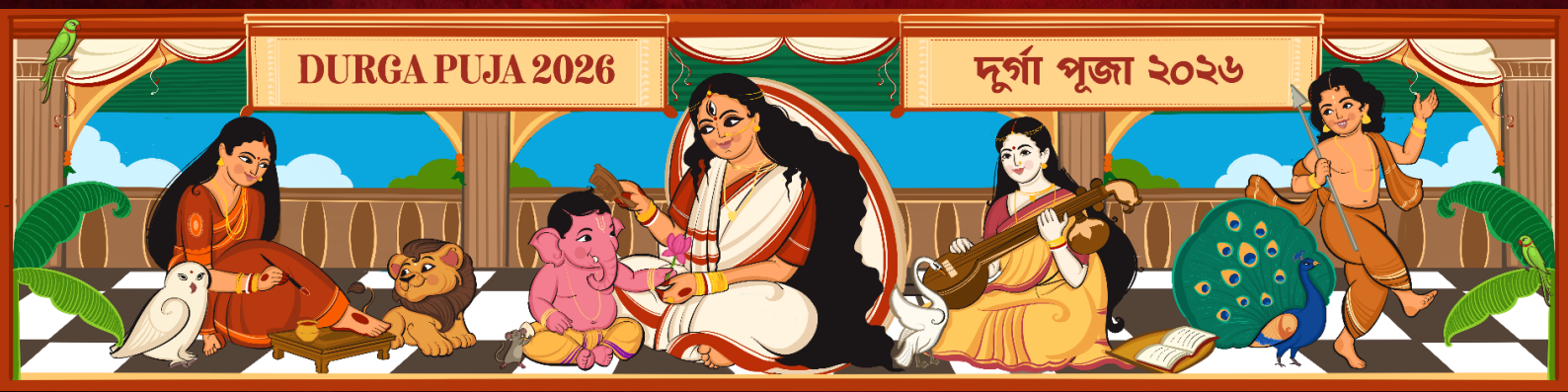


Editorial Board:

- Sasmita Chaurasia
- Ayan Das
- Indranil Misra
- Indrani Choudhury Singh

Art & Design:

- **Cover Painting, Layout & Design:** Ayan Das
- **Digital & AI Art:** Gemini Nano Banana V_2 model





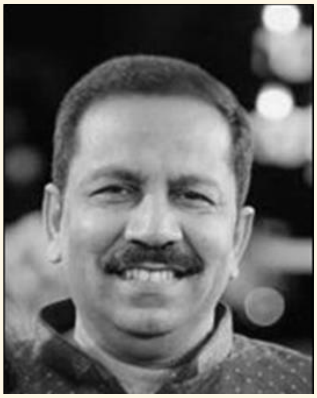
After the prolonged rain-soaked days in Ahmedabad this year, the white fluffy clouds appeared again, floating across the blue sky. Around this time of the year, the intoxicating smell of the Shiulis transport us, the Bengalis, back to the soil of Bengal immediately. On the auspicious day of Mahalaya, the early morning stotras of Beerendra Krishna Bhadra (in our mobiles, missing the old radio sets though) have already given us a feeling that Maa Durga is arriving soon among us with her family and the festivities are not far away. With this backdrop, Bangiya Antariksha Sanskritik Samiti has opened its second leaf, the second edition of the celebration of Durga Puja, organized by the Bengali Space community of Ahmedabad. After the grand success of the maiden effort last year, the expectations have skyrocketed. On one hand, the experience gained might have strengthened the confidence, on the other side the expectation of growing further is definitely throwing new challenges to the organizing team.

But being members of the space community, we are well aware of the process of establishing an organization or institution which will stand through the test of time. After the initial emotions and passions of the formative days, comes the need of providing the structural support. From the maturity shown by the young organizers last year, we are confident enough that the team is well-equipped to give shape to our dreams year after year and the seedling has the potential of turning into a banyan tree as the time flows.

Let us welcome Maa Durga again and pray for the well-being of all of us. Let her blessings spread across the whole world, bringing peace and harmony in this troubled time, making human lives more meaningful.

With best wishes,

Sumitesh Sarkar



So, once again it's that time of the year when the post monsoon heat grudgingly starts bidding adieu (though the day time temperatures stubbornly refuse to relent) and the early mornings are accompanied with that unmistakable hint of winter in the air. But, probably more importantly, it's that time when the festivities whisper their advent into your ears, when you sense that prevalent feeling of joy and mirth in the ambience and you smell that characteristic fragrance of 'dhup-dhuno' in the air – Maa aschhen! It's a matter of great joy and, in a way, pride for me that the Bangiya Antariksha Sahitya Samiti (BASS) is once again celebrating Durga Puja with great enthusiasm and devotion at the Vikram Nagar ISRO Colony Community Hall from 16th to 21st October 2026 after a spectacularly successful and widely admired Puja celebrations last year.

It goes without saying that Durga Puja is much more than a festival. For all of us, living away from our respective home towns/states, it is an emotion that binds us together — a celebration of Maa Durga as the eternal symbol of Shakti, knowledge and victory of good over evil. With the ISRO Scientists and the resident scientific community, in general, coming together to celebrate Puja, one cannot help admiring the beautiful confluence of our cultural heritage and the scientific spirit. And Bangiya Antariksha Sahitya Samiti (BASS) so effectively epitomizes the beautiful amalgamation of seemingly different yet deeply connected complementary worlds of science, literature, and culture. For a community whose constant endeavour is to study, investigate and unravel the mysteries of the universe, to enhance the human body of knowledge in the domains of space, astronomy, astrophysics and allied sciences, it is equally important to introspect, to peep into their inner universes and enrich the latent human faculties and spirit through arts, literature, music and collective celebrations. On this auspicious occasion of Durga Puja, I congratulate one and all and, particularly the Organizers for their dedication and hard work in organizing the six-day festivities and for bringing out this Souvenir.

I pray to Maa Durga to shower Her blessings on all of us with health, happiness and prosperity.

শুভ শারদীয়া! দুর্গাপূজার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

With warm regards and best wishes,

Somya Sarkar



|| সম্পাদকীয় ||

বঙ্গীয় অন্তরীক্ষ সাংস্কৃতিক সমিতি আয়োজিত দুর্গাপূজোর দ্বিতীয় বর্ষের উদযাপনে আপনাকে সপরিবারে ও সবান্ধবে আমন্ত্রণ জানাই।

গত বছরে প্রথম দুর্গাপূজোর আয়োজনে আমাদের প্রয়াস ছিল বিজ্ঞানচেতনার সাথে ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির মেলবন্ধন রচনা করা। কচিকাঁচাদের আমাদের পরম্পরায় অঙ্গীভূত করা, এবং 'মহাকাশ-সম্প্রদায়'-এর সকল পরিবারকে একসূত্রে গেঁথে এই মিলনমেলায় শামিল করা। আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহবর্ষণে আমরা মুগ্ধ হয়ে অনুভব করেছি যে সেই প্রয়াসে আমরা অনেকাংশেই সফল হতে পেরেছি।

সমিতির প্রথম উদ্যোগে 'বাড়ির পূজো'র আন্তরিকতা যেমন ছিল, তেমনই ছিল পেশাদারিত্বের ছোঁয়া। আমাদের পূজারী ও পূজারিণীকূল পরম যত্নে ও নিষ্ঠায় মা'র আবাহন ও আরাধনার আয়োজন করেছিলেন। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত হলে অপরূপ মাতৃমূর্তি, নান্দনিক মাতৃমণ্ডপ, পুষ্পাঞ্জলির সমস্বর, ঢাকের বাদ্যি, মাতৃভোগের অঢেল ও সুচারু আয়োজন, সন্ধ্যা আরতির আবহ ,সান্ধ্য অনুষ্ঠানের বর্ণময়তা, ধুনুচিনাচের মূর্ছনা এবং পরিশেষে মাকে বরণ আর সিঁদুর খেলার রক্তিম অন্তরঙ্গতা- এই সব কিছু মিশে এমন এক পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিল যা সকলের মন ছুঁয়ে গেছে। নানা অঞ্চলের, নানা ভাষাভাষির, নানা সংস্কৃতির মানুষ এই মিলনযজ্ঞে শামিল হয়ে সেই আনন্দের স্বাদ নিয়েছেন।

প্রথম বছরে যে উৎসাহ-উদ্দীপনার জোয়ার এসেছিল সে'টা এই বছরের প্রত্যাশাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এ বারের আয়োজন আরও ব্যাপ্ত ও সুবিন্যস্ত করার চেষ্টা করেছি আমরা। কয়েকটি বিষয় এখানে বলি। কম্যুনিটি হলের (পূজাস্থল) পাশে একটি বড় মাপের ফুড কোর্ট হচ্ছে এবার, যেখানে প্রায় শতাধিক মানুষ একসাথে বসে ভোগ খেতে পারবেন। বাঙলা থেকে রাঁধুনি আসছে - পূজোর দিনগুলি





দু বেলা স্বাদে আহ্লাদে ভরিয়ে তুলতে। মাতৃমণ্ডপে থাকছে গ্রামবাঙলার কুটির শিল্পের ছোঁয়া। মা'র অপরূপ মৃন্ময়ী মূর্তি আমাদের মানস্‌চক্ষে চিন্ময়ী রূপে প্রকাশিত হয়ে উঠবে। শৈল্পিক মঞ্চসজ্জা, পেশাদার গোত্রের সাউন্ডসিস্টেম এবং বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পূজোর সন্ধ্যেগুলি উপভোগ্য করে তুলবে আশা রাখি। পূজোকে ঘিরে সবকিছুতেই আমরা একরকম নান্দনিক সৌন্দর্য আনতে চেয়েছি।

এসব কিছুর জন্য প্রচুর মেহনত লাগে। আমাদের কেজো লোক কতিপয়, তার ওপরে তাদের কর্মব্যস্ততাও তুমুল, তাও সব সম্ভব হয়েছে এই পূজোর টানে, মা'র ইচ্ছায়। আর চাই অর্থ। BASS- এর প্রত্যেক সদস্যকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনারা মুক্তহস্তে পূজোর খরচ বহনের দায়িত্ব নিয়েছেন। আর আমাদের কৃতজ্ঞতা স্পন্সরদের প্রতি, যাঁরা শুধুমাত্র আমাদের অনুরোধের সম্মানার্থে পাশে থেকেছেন। আমার বিশ্বাস তাঁরা আগামীদিনেও আমাদের পাশে থাকবেন, ইসরোর পূজোর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায় তাঁদেরও গৌরব বাড়বে। আমাদের প্রত্যেক সদস্যকে আরও সচেষ্ট হতে হবে স্পন্সরশীপ জোগাড় করতে। আর তরুণতর সহকর্মীরা আরও বেশি সংখ্যায় পূজোর কাজে লেগে পড়বে এই প্রত্যাশা রাখবো।

পূজোর দিনগুলি সকলের আনন্দঘন হয়ে উঠুক। মা'র আবির্ভাব মানেই আমাদের আশার আলোর অভিষেক, অন্ধকারের অবসান। আমাদের উমার ঘরে ফেরা। আর আমাদের ভিতরে ও বাইরের সব দস্যুর দলন। আসুন, আমরা মা'র আরাধনায় মেতে উঠি। প্রতিদিনের দীনতা থেকে উৎসবের বৃহত্বে উন্নীত হই।

এই স্যুভেনির প্রতি বছর দায়িত্ব নিয়ে খুব সুন্দর করে বের করার জন্য স্যুভেনির কমিটিকে অনেক অভিনন্দন। স্যুভেনিরের লেখক ও শিল্পীদেরও অনেক ধন্যবাদ। পরিশেষে বলি, প্রতিবছর এই কলমটা বাঙলায় লিখি। ইংরেজিতে লিখে আরও বেশি সংখ্যক পাঠকের কাছে পৌঁছনোর লোভ সামলিয়ে। তার কারণ প্রিয় ভাষা, প্রাণের ভাষাকে সম্মান জানানোর বড় একটা সুযোগ পাই না সারা বছর। উত্তরকালের জন্য না হয় এই ট্র্যাডিশনটুকু থাক।

-- প্রান্তিক চক্রবর্তী



TABLE OF CONTENTS

ভুলে যাওয়ার পথে এক তীর্থ	1
দিনপঞ্জির দুটো পাতা ও ইসরোতে	10
মল্লভূমের রক্ষাকর্তা: শ্রী মদন মোহন	14
লাইফ আফটার	17
সবুজ পাথরের দুল	19
মঙ্গলমূর্তি	23
দুগ্‌গা পাঁচালি	26
এমনও তো হয়	31
গৃহিণী	32
নৈনী-রানীর স্মৃতি	35
প্রবাসে বাN৬া-ভাষী	38
হাফ বাঙালি	40
আজ কি তিথি	43



বঙ্গীয় অন্তরীক্ষ
সাংস্কৃতিক সমিতি



TABLE OF CONTENTS

45	The Cosmic Tapestry: Light, Time, and Agamani...where the Wondrous Science meets the Magnificent Literature
48	Night Gazing: Where Curiosity meets the Infinite
57	Festivals Seasons & Stars
61	Baralacha Pass – As I saw it
63	Travelogue: 5 Days in Andaman & Nicobar Islands
65	A MEMORABLE TRIP TO DUBAI: A Dreamy Adventure
67	Two Birds in the Banyan Rain
69	সুজির রসমালাই
71	ইচ্ছে হলে রান্না করি - ধনিয়া কাতলা
72	Healthy Banana bread
75	Paintings

Bangiya Antariksha Sanskritik Samiti

ভুলে যাওয়ার পথে এক তীর্থ

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আচ্ছা, এ রকম ইচ্ছে করে না? খিদিরপুর রোডের সেই দোতলা বাড়িটায় ঢুকি। যেখানে একটা ঘরে পুরোদস্তুর সাহেবী পোষাক পরা এক বাঙালী যুবক বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক, লেখক রাজনারায়ণ বসুর সামনে দাঁড়িয়ে মুখে মুখে বানিয়ে আবৃত্তি করে চলেছেন,

"সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে.."

বাংলা ভাষার প্রথম বিদ্রোহী কবি মাইকেল মধুসুদন দত্ত বাংলা ভাষাকে সাবেকী ছন্দের বন্ধন ভেঙে অমিত্রাক্ষর ছন্দে মুক্তির পথ দেখাচ্ছেন - বাংলা ভাষায় প্রথম পৌরুষভরা কাব্যের সৃষ্টি হচ্ছে - মেঘনাদবধ! কি রকম গা শিরশির করে না?

অথবা, কলকাতার টাউন হলে 1895 সালের এক সকালে বাংলার লেফটন্যান্ট জেনারেল স্যার উইলিয়াম ম্যাকেন্জি এসেছেন এক নেটিভ বিজ্ঞানীর ম্যাজিক দেখতে। 27 বছরের এই যুবক বিজ্ঞানী পাশের ঘর থেকে একটা সুইচ টিপে 75 ফুট দুরে কোনো তার ছাড়াই অদৃশ্য শক্তি তরঙ্গ দিয়ে দেয়াল আর ম্যাকেন্জি সাহেবের শরীর ভেদ করে সামনে রাখা টেবিলে একটা ঘন্টি বাজিয়ে দিল, আর মুঠিভরা বারুদ জ্বালিয়ে দিল। স্যার জগদীশ বোস milimeter wave communication এর দিশা দেখাচ্ছেন! কতটা দূরদর্শী ছিলেন এই ঋষি বিঞ্জানী? ভাবা যায়, এই ঘটনার প্রায় আশি বছর পরে এই ISRO আহমেদাবাদে আমার কিছু সহকর্মী milimeter wave propagation study করছিলেন আর শত বর্ষ পার করে এতদিন পরে ঘরে বাইরে milimeter wave communication ব্যবহার করার সূচনা হচ্ছে IoT র জন্য। এই সব কথা ভাবলে, এই frequency band এর প্রথম ব্যবহার যেখানে দেখান হয়েছিল সেই কলকাতার টাউন হলে একবার যেতে ইচ্ছে করে না?

অথবা, উত্তর কলকাতার 55 নং শ্যামপুকুর স্ট্রীটে গায়ে গায়ে লাগান একটা বাড়ির দোতলার হলঘরে 1885 সালের শীতকালের এক দুপুরে ভারতের সনাতন অদ্বৈত মতবাদকে আধুনিক বিজ্ঞানের Lense দিয়ে বিচার চলছে। অনেকের সঙ্গে হাজির আছেন, Indian Science

Association এর প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার, পাশ্চাত্য ইতিহাস আর দর্শন পড়া তরুণ নরেন্দ্র আর ক্যানসার রোগগ্রস্ত এক পরমহংস। আলোচনা চলছে -

"প্রতাপ (সরকারের প্রতি) - ভাবতে গেলে সব ছায়া।

ডাক্তার - ছায়া যদি বললে, তবে তিনটি চাই। সূর্য, বস্তু আর ছায়া। বস্তু না হলে ছায়া কি? এদিকে বলছো God real আবার Creation unreal! Creation ও real.

প্রতাপ - আচ্ছা, আরশিতে যেমন প্রতিবিম্ব, তেমনি মনরূপ আরশিতে এই জগৎ দেখা যাচ্ছে।

ডাক্তার - একটা বস্তু না থাকলে কি প্রতিবিম্ব?

নরেন - কেন, ঈশ্বর বস্তু!"

97 বি, বেনিয়াটোলা স্ট্রিট, শোভাবাজার। নামকরা সাহিত্যিক, ইংরেজ সমালোচক, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় তাঁর বন্ধু অধর সেনের বাড়ি এসেছেন পরমহংস দেখতে। কথা চলছে,

"শ্রীরামকৃষ্ণ (বঙ্কিমের প্রতি) - কামিনী-কাঞ্চনই সংসার। এরই নাম মায়া। …আর - 'কাঞ্চন'। আমি পঞ্চবটীর তলায় গঙ্গার ধারে বসে 'টাকা মাটি' 'টাকা মাটি' 'মাটিই টাকা', 'টাকাই মাটি' বলে জলে ফেলে দিছলুম! বঙ্কিম - টাকা মাটি! মহাশয় চারটা পয়সা থাকলে গরিবকে দেওয়া যায়। টাকা যদি মাটি, তাহলে দয়া পরোপকার করা হবে না?"

এইসব বাড়িগুলো এক একটি তীর্থ বলে মনে হয়। একজন বলেছিলেন তীর্থে গেলে উদ্দীপণ হয়। এইসব জায়গায় গেলে গা শিরশির করে, নিজেকে সেই জায়গায় সেই সময়ে উপস্থিত বলে মনে হয়। সেইসব গভীর আলোচনায় যোগ দিতে ইচ্ছে করে।

হঠাৎ কি করে যেন ক'দিনের জন্য কলকাতায় যাওয়া ঠিক হল । ভাবলাম অন্য কাজের ফাঁকে একটু তীর্থ দর্শন করে নিই। উনিশ শতকের শেষ ভাগে জাতীয় নবজাগরণের রাজধানী কলকাতায় অনেক বাড়িতে এই ধরনের তীর্থ তৈরী হচ্ছিল। এবার দেড়শো বছরের পুরনো ঐতিহাসিক কয়েকটা বাড়ির এখনকার ঠিকানা বার করলাম যেখানে ঈশ্বরজানিত একজনকে ঈশ্বর বিষয়ে প্রশ্ন করছেন উনিশ শতকের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদরা। এইগুলো হবে আমার এবারের কলকাতায় তীর্থ ভ্রমণ।

শুরু করলাম উত্তর কলকাতায় বাগবাজারের একটা বাড়ি দিয়ে। এখানে সেই প্রশ্ন উঠেছিল, "ঈশ্বরের কি কৃপা করার শক্তি আছে?"



“শ্রীরামকৃষ্ণ - ঈশ্বরেতে মন রাখা ভাল; তাঁকে ভুলে থাকা ভাল নয়।

নন্দ বসু - তাঁতে মতি কই হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ - তাঁর কৃপা হলে হয়।

নন্দ বসু - তাঁর কৃপা কই হয়? তাঁর কি কৃপা করবার শক্তি আছে?.....ঈশ্বর কি পক্ষপাতী? তাঁর কৃপাতে যদি হয়, তাহলে বলতে হবে ঈশ্বর পক্ষপাতী?”

কোথাও যাবার আগে সেখানকার সম্বন্ধে একটু জেনে রাখা ভালো। তাই কিছু বই, নেট খুঁজতে গিয়ে দেখি, ও বাবা, এ যে টাকার থলির মধ্যে মণি মুক্তা ভরা !

বাড়িটার এখনকার ঠিকানা - 9, পশুপতি বসু লেন, বাগবাজার। উনিশ শতকের শেষভাগে কলকাতায় শ্যামবাজারের এক মধ্যবিত্ত বসু পরিবার মামাবাড়ির দিক থেকে হঠাৎ অতুল সম্পত্তি পেয়ে উচ্চবিত্ত হয়ে ওঠেন। বছর চারেকের মধ্যে বাগবাজার অঞ্চলে এক প্রাসাদোপম বাড়ি বানিয়ে সেখানে বসবাস শুরু করেন। বসু পরিবারের নিয়োগে এই প্রাসাদ বাড়ি তৈরি করেন ভরতের প্রথম বাঙালি স্থপতি নীলমনি মিত্র। তখনকার দিনের কলকাতায় এই একটি মাত্র বাড়ি

যার স্থাপত্য অনন্য - হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্যের মিলন। বাড়ির সামনে ফোয়ারা, বিশাল বাগান, সম্ভবত একটা ছোট চিড়িয়াখানাও ছিল ।



বড় ভাই মারা গেছেন। মেজ নন্দলাল আর ছোট পশুপতি। নন্দলাল ছিলেন আন্তরিক ভাবে ধর্মপ্রাণ, পশুপতি ছিলেন শিল্প, সাহিত্য, নাটকের অনুরাগী এবং সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। বিশাল ঠাকুর দালানে দূর্গাপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো, অন্নপূর্ণা পুজো হত, সব নিয়ম কানুন মেনে, ধুমধাম করে ঢাক বাজিয়ে, বলি দিয়ে। কিন্তু গিরিশ ঘোষের বুদ্ধচরিত অভিনয় দেখার পর তাঁরা নিরীহ পশুদের পুজোয় বলি দেয়া বন্ধ করে দেন।

পশুপতিবাবু দোতলার বিশাল হলঘরে স্টেজ বানিয়ে অভিনেতাদের দিয়ে নাটকের আয়োজন করে দর্শকদের আমন্ত্রণ জানাতেন। আর কিরকম নামজাদা সেই দর্শক? অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ্। নবাব তখন শহরবন্দি। তিনি কবিতা ও নাটকের একজন বড় অনুরাগী হিসেবে কলকাতায় সুপরিচিত। শিল্পরসিক নবাব খবর পেয়ে গিরিশ ঘোষের অভিনয় দেখতে আসেন মেটিয়াবুরুজ থেকে বজরায় চড়ে বাগবাজারে নন্দ বসুর বাড়িতে। পশুপতি বাবু ও গিরিশচন্দ্র তাঁর সম্মানে এক বিশেষ পরিবেশনের ব্যবস্থা করেন। ভাবতে ইচ্ছে করে না, সাজানো হলঘর বাতিতে

ঝলমল করছে, সামনের দিকে বসু বাড়ির কর্তাদের মাঝে বসে নবাব সাহেব মশগুল হয়ে দেখছেন স্টেজের ওপর গিরিশ ঘোষ আর নটি বিনোদিনী দাপটের সঙ্গে পাণ্ডবদের জীবন কথা অভিনয়ে জীবন্ত করে তুলছেন। আর আমরা পাশের দরজা দিয়ে বাড়ির আরো অনেকের সঙ্গে উঁকি মেরে দেখছি।

সে 1891 সালের কথা। গিরিশ ঘোষ নাটকের ব্যবস্থাপনায় বাধা পেয়ে স্টার থিয়েটার ছেড়ে নিজের দল গড়লেন, নাম দিলেন সিটি থিয়েটার। আমরা যেমন এযুগে আরেক প্রতিভা সত্যজিৎ রায়কে দেখেছি, সেইরকম সেইযুগে গিরিশবাবু নিজে নাটক লিখতেন, গানে সুর দিতেন, নিজে অসাধারন অভিনয় করতেন, যাত্রা পালায় অভ্যস্ত দর্শকদের মানসিকতাকে আধুনিক থিয়েটারে উত্তরণের উপযোগী করবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু মঞ্চ কোথায়? পশুপতিবাবু এই বাড়িতেই গিরিশ বাবুকে নাটক চালিয়ে যেতে বললেন।

দোতলায় বিশাল কারুকার্য করা হলঘর। তখনকার বিখ্যাত চিত্রশিল্পী বামাপদ ব্যানার্জীর আঁকা ছবি, কালীঘাটের পটচিত্র। এছাড়াও ছিল দুর্লভ তাঞ্জোরের পেন্টিঙ। সেখানে আবার জমকালো রঙের বাহার, দেবদেবির ছবির ওপর খাঁটি সোনার পাত আর মণিমুক্ত বসানো। চোখ ধাঁধান ঐশ্বর্যের বিলাসিতা। বসুবাটির কর্তারা হলঘরটিকে চিত্রশালা বানিয়ে তুললেন। কলকাতায় তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। অনেক বড় বড় লোক সেই ছবির গ্যালারী দেখতে আসত।

দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ যেমন নিজে ছিলেন ভাল চিত্রকর, তেমনি শিল্প ও শিল্পীর গুণগ্রাহী। অনেক পরে আরেকজন নন্দলাল, আর্টিস্ট নন্দলাল বসু দক্ষিণেশ্বরের দেয়ালে রামকৃষ্ণের আঁকা ছবি দেখে মন্তব্য করেছিলেন, রামকৃষ্ণকে বাইরে আধ্যাত্মিক সাধক বলে মনে হলেও আসলে উঁনি শিল্পের একজন অত্যন্ত সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষক ও সমঝদার। খবর শুনে রামকৃষ্ণ ঐ ছবিগুলো, বিশেষ করে অবতার আর দেবদেবীর ছবি দেখতে চাইলেন । নন্দ বসুর আমন্ত্রণে একদিন তিনি পাল্কি চড়ে এসে হাজির হলেন বসুবাটিতে।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে অপূর্বভাবে রামকৃষ্ণের প্রতিক্রিয়ায় ফুটে উঠেছে চিত্রকরের ছবিতে ভাব ফুটিয়ে তোলার সাফল্য। ভ্রাতা পশুপতি ঠাকুরকে সম্ভাষণ করিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এইবার ছবি দেখিতে গাত্রোত্থান করিলেন। গৃহস্বামীর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত পশুপতিও সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া ছবিগুলি দেখাইতেছেন।

ঠাকুর প্রথমেই চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি দর্শন করিতেছেন। দেখিয়াই ভাবে বিভোর হইলেন। দাঁড়াইয়াছিলেন, বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎকাল ভাবে আবিষ্ট হইয়া রহিলেন।

হনুমানের মাথায় হাত দিয়া শ্রীরাম আশীর্বাদ করিতেছেন। হনুমানের দৃষ্টি শ্রীরামের পাদপদ্মে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অনেকক্ষণ ধরিয়া এই ছবি দেখিতেছেন। ভাবে বলিতেছেন, "আহা! আহা!"

তৃতীয় ছবি, বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণ কদমতলায় দাঁড়াইয়া আছেন।

চতুর্থ - বামনাবতার। ছাতি মাথায় বলির যজ্ঞে যাইতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "বামন!" এবং একদৃষ্টে দেখিতেছেন।

এইবার নৃসিংহমূর্তি দর্শন করিয়া ঠাকুর গোষ্ঠের ছবি দর্শন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ রাখালদের সহিত বৎসগণ চরাইতেছেন। শ্রীবৃন্দাবন ও যমুনাপুলিন!

মণি বলিয়া উঠিলেন - চমৎকার ছবি।

সপ্তম ছবি দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন - ধূমাবতী; অষ্টম - ষোড়শী; নবম - ভুবনেশ্বরী; দশম - তারা; একাদশ - কালী। এই সকল মূর্তি দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন - এ-সব উগ্রমূর্তি! এ-সব মূর্তি বাড়িতে রাখতে নাই। এ-মূর্তি বাড়িতে রাখলে পূজা দিতে হয়। তবে আপনাদের অদৃষ্টের জোর আছে, আপনারা রেখেছেন।

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া ঠাকুর ভাবে বলিতেছেন, বা! বা!

তারপর রাই রাজা। নিকুঞ্জবনে সখীপরিবৃতা সিংহাসনে বসিয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জের দ্বারে কোটাল সাজিয়া বসিয়া আছেন। তারপর দোলের ছবি। ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া এর পরের মূর্তি দেখিতেছেন। গ্লাসকেসের ভিতর বীণাপাণির মূর্তি; দেবী বীণাহস্তে মাতোয়ারা হইয়া রাগরাগিণী আলাপ করিতেছেন।

ছবি দেখা সমাপ্ত হইল। ঠাকুর আবার গৃহস্বামীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গৃহস্বামীকে বলিতেছেন, আজ খুব আনন্দ হল। বা! আপনি তো খুব হিন্দু! ইংরাজী ছবি না রেখে যে এই ছবি রেখেছেন - খুব আশ্চর্য!"

আরও অনেক ঘটনা ঘটেছিল এখানে ।

1897 সালের 19 ফেব্রুয়ারী। আমেরিকা থেকে ফিরছেন কলকাতার নরেন দত্ত, এখন বিখ্যাত বিবেকানন্দ। কলকাতায় আসার সেই প্রথম দিন শিয়ালদহ থেকে বিরাট শোভাযাত্রা করে তাঁকে আনা হল রিপন কলেজে। জনতা তাঁর একটু ছোঁওয়া, একটু গলার আওয়াজ শোনার জন্য অস্থির।

স্বামীজী সভায় অল্প কিছু বললেন। দুপুর পেরিয়ে যাচ্ছে অসুস্থ, ক্লান্ত স্বামীজী সভাশেষে গৃহস্বামী পশুপতিবাবুর অনুরোধে এই বাড়িতে সদলবলে আসেন মধ্যাহ্নভোজন করতে।

1905 সালের 16ই অক্টোবর। লর্ড কার্জনের ধর্মভিত্তিক বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলনে কলকাতা তোলপাড়। বাড়ির মালিকদের উৎসাহে রবীন্দ্রনাথ শোভাযাত্রা করে এই বাড়িতে এসে হিন্দু-মুসলমান সকলকে রাখী পরিয়ে ভাই ভাই করলেন আর গাইলেন এই উপলক্ষে লেখা গান "বাংলার মাটি বাংলার জল" ।

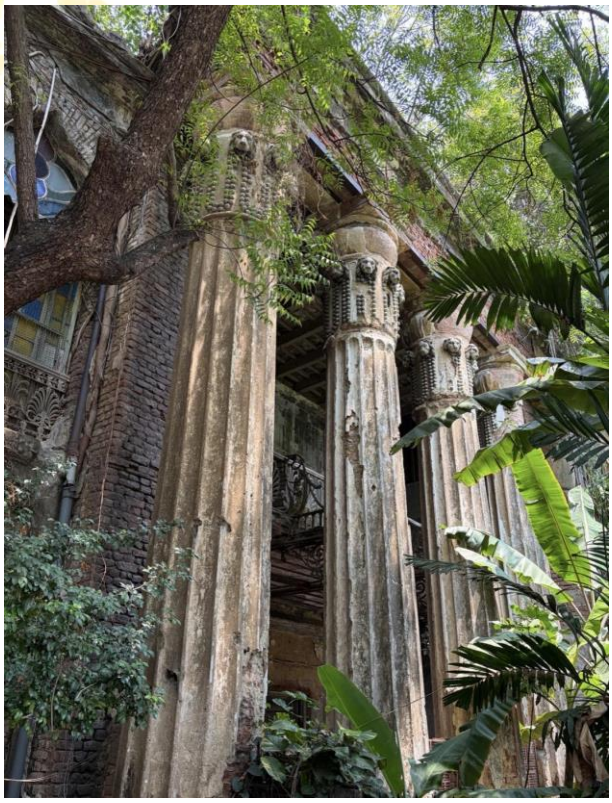
ঐদিন সন্ধায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে কয়েক হাজার লোকের সামনে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন আর স্বদেশী শিল্প আন্দোলনের জাতীয় তহবিল তৈরীতে প্রথম চাঁদা তোলা শুরু হল। অবনীন্দ্রনাথ সেদিনের জনজাগরণের ছবিটি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর অনবদ্য ভাষায়।

"তখন একসময়ে হঠাৎ দেখি সবাই স্বদেশী হুজুগে মেতে উঠেছে। এই স্বদেশী হুজুগটা যে কোথা থেকে এল কেউ আমরা তা বুঝতে পারি নে। এল এইমাত্র জানি, আর তাতে ছেলে বুড়ো মেয়ে বড়লোক মুটেমজুর সবাই মেতে উঠেছিল । সবার ভিতরেই যেন একটা তাগিদ এসেছিল। ……..

পশুপতিবাবুর বাড়ি যাচ্ছি, মাতৃভাণ্ডার সৃষ্টি হবে - ন্যাশনাল ফন্ড - টাকা তুলতে হবে। ঘোড়ার গাড়ির ছাদের উপর মস্ত টিনের ট্রাঙ্ক, তাতে সাদা রঙে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা - মাতৃভাণ্ডার। সবাই চাঁদা দিলে - একদিনে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা উঠে গিয়েছিল মায়ের ভাণ্ডারে। অনেক সাহেবসুবোও ব্যাপার দেখতে ছুটেছিল, তারাও টুপি উড়িয়ে বন্দেমাতরম্ রব তুলেছিল থেকে থেকে। তারা পুলিশের লোক কি খবরের কাগজের রিপোর্টার তা কে জানে।"

কিন্তু পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সেই বিখ্যাত প্রাসাদের জমকালো আসবাব পত্র, মূর্তি, ছবি সব কোথায় হারিয়ে গেল। মেরামতের অভাবে কারুকার্য করা দেয়ালের আস্তরণ খসে পড়তে লাগল। সামনের ফোয়ারা ওলা বিশাল বাগান দোকান পাট আর ফ্ল্যাটে ভরে গেল। এখন আর বাগবাজার স্ট্রীট থেকে বাড়িটাকে দেখা যায় না। একটা সরু গলি বাগবাজার স্ট্রীট থেকে বাড়িটাকে ইতিহাসের দিকে নিয়ে গেছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের চেষ্টায় এই ঐতিহাসিক বাড়ির কিছু অংশ নিয়ে সরকারের তরফ থেকে হেরিটেজ চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু কোন সরকারই এই বিশাল ভেঙে পড়া প্রাসাদের উপযুক্ত মেরমতের খরচা পোষাতে পারছে না। অন্য অংশে একটা বেসরকারি সংস্থা

হেরিটেজ হোটেল করার চেষ্টা করছে। এই বাড়িতে কিছুদিন আগেও বাইশে শ্রাবণ ছবিটির কিছুটা অংশ তোলা হয়েছে।





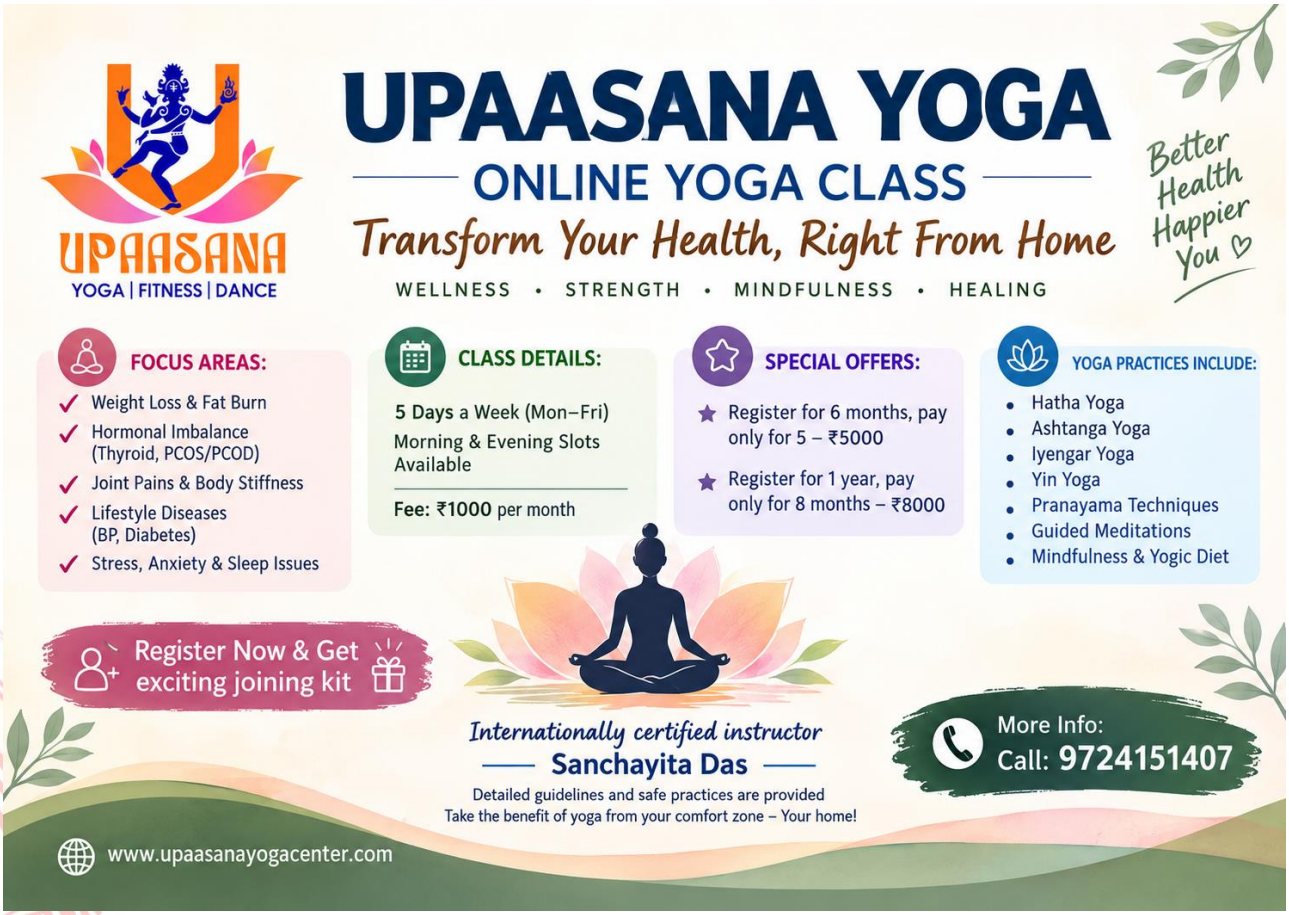
এখন ছাদ থেকে টুকরো ভেঙে পড়ছে। আগাছা আর বড় বড় গাছ বাড়িটাকে ধীরে ধীরে ঢেকে ফেলছে। ভেতরে যাওয়া নিরাপদ নয়। বাগবাজার স্ট্রিটের সেই বিখ্যাত বাড়িটি খুঁজতে গিয়ে অবাক হলাম এখনকার যুগের ছেলেদের অজ্ঞতা দেখে। পাড়ার ছেলেরা অনেকেই বলল Googleএ খুঁজে দেখতে। মধ্যবয়সিরা আমাদের বাড়ির কাছাকাছি পর্যন্ত পাঠাতে পারলেন। কদিন পরেই ইলেকশন। গলির মুখে সি পি এম এর ফ্ল্যাগ লাগাতে ব্যস্ত একজনকে জিজ্ঞেস করাতে, আঙুল দিয়ে ইশারা করে বলল, ওই ত,গলির ভেতরে। দাদা, বেশী কাছে যাবেন না, রিসক আছে। বাড়ির অবস্থা পড়ো পড়ো। গেটের গায়ে মিউনিসিপ্যালিটির ঐতিহ্যবাহী বাড়ির তকমা লাগান। নিরাপত্তার কারনে এখন এখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। সেই ঠাকুর দালান আর হলঘরটায় যাবার খুব ইচ্ছে ছিল, যেখানে সেই বিখ্যাত ছবিগুলো ছিল, যেখানে গিরিশ ঘোষ নাটক করতেন, যেখানে ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। কিন্তু এই পোড়ো বাড়িতে প্রবেশ নিষেধ। কে জানে,

শুধু লোক দেখানোর জন্য বাড়িতে উগ্র দেবদেবির ছবি সাজিয়ে তাঁদের ঠিক মত সম্মান না করার জন্যই কি এত অল্প দিনের মধ্যে এবাড়ির এই অবস্থা! সেই বিখ্যাত বাড়িটার সামনে আগ্রাসী বিশাল গাছগুলোর ছায়ায় দাঁড়িয়ে সেই সব স্মৃতির অনুভূতি নিয়ে কয়েকটা আধুনিক ছবি তুললাম। আর অন্য বাড়িগুলোর গল্প? সে বলব আরেক দিন।

যেখান থেকে ছবিগুলো আর বর্ণনা পেয়েছি -

বই - ধন্য বাগবাজার, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ঘরোয়া

নেট-http://double-dolphin.blogspot.com/2017/07/basu-bati-bagbazar-calcutta-kolkata.html, https://www.telegraphindia.com/amp/my-kolkata/places/heritage-mansion-basu-bati-in-kolkatas-bagbazar-dying-a-slow-death/cid/1847942



দিনপঞ্জির দুটো পাতা ও ইসরোতে

প্রসেনজিৎ ধর

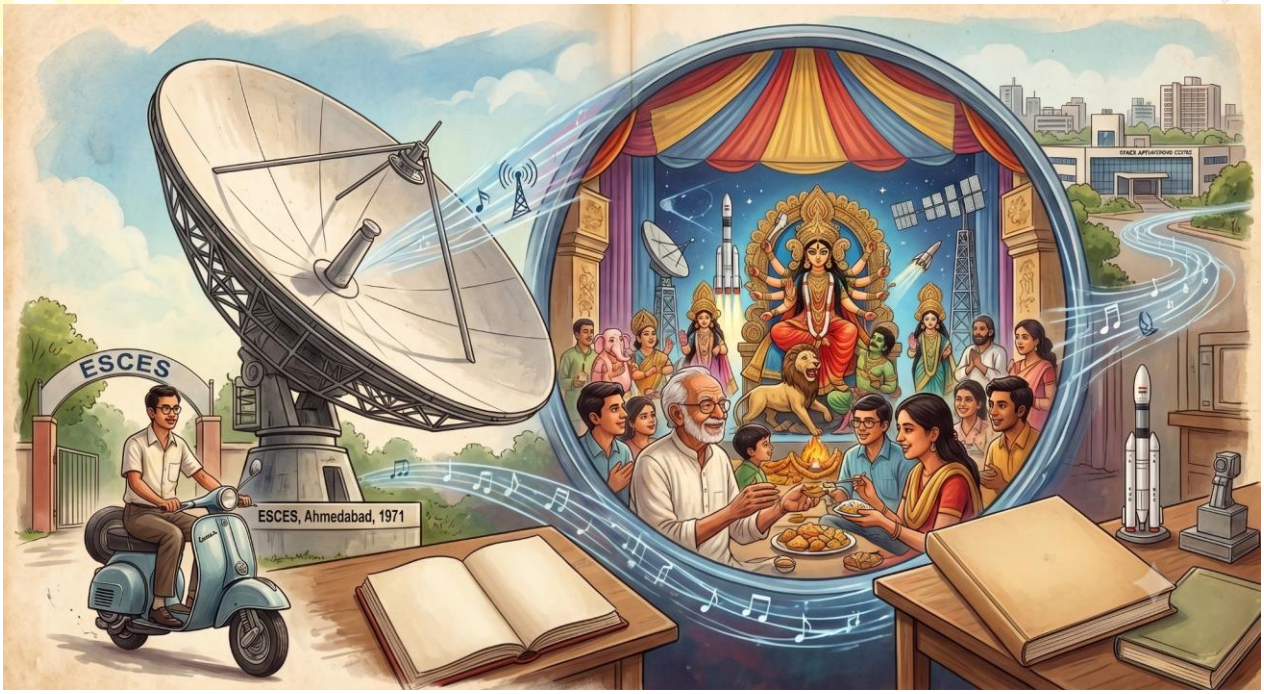
আমি ১৯৭১ ইং সালে ইসরো তে কাজে যোগ দিয়াছি। তখন এই প্রতিষ্ঠানের নাম ছিলো এক্সপেরিমেন্টাল স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন আর্থ স্টেশন, সংক্ষেপে "এসকেস"। সেই বছরই আহমেদাবাদে প্রথম দুর্গাপূজা দেখি, লাল দরওয়াজা বাসস্ট্যান্ডের পাশে বেঙ্গলী ক্লাবের দুর্গাপূজা আর মনিনগর অঞ্চলের বাঙলি দের দুর্গা পূজা, রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে। তারপর অনেক বছর কেটে গিয়েছে। কর্মক্ষেত্র, আহমেদাবাদ শহর আর নিজের জীবনের অনেক পরিবর্তনের সাক্ষী হয়ে আজ আমি এক আহমেদাবাদ বাসী প্রবাসী বাঙালি।

কুড়ি বছরের বেশি হয়েছে আমি ইসরো সংস্থা থেকে সেবা নিবৃত্ত। প্রথম যেদিন আহমেদাবাদ আসি, সেদিন রেল স্টেশন থেকে সোজা শেয়ার অটো তে লাল দরওয়াজা ও সেখান থেকে ৪৪ নম্বর বাসে করে "এসকেসে"র গেটে এসেছিলাম। গেট থেকে খবর নিয়ে ২০ নম্বর বিল্ডিংয়ে ইন্টারভিউ দিতে পৌঁছি।

বাস থেকে নেমেই দূরে বিশাল এক ডিস এন্টেনা দেখতে পাই। নামটা জানতাম তবে এটুকু ই জানতাম এটা নাকি একই সাথে পৃথিবীর চোখ , কান ও মুখ যা দিয়ে মহাকাশের সাথে অতি সূক্ষ্ম (মাইক্রোওয়েভ) রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমে যোগাযোগ করা যায়। সেদিন আমার প্রথম অনুভূতি ছিলো আমাকে এখানে কাজ পেতেই হবে। শিক্ষায় আমি ছিলাম গ্রাজুয়েট, টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

অফিসে কাগজপত্র চেক করে আমাদের একটা ঘরে ও সংলগ্ন করিডোরে বসতে বলা হয়। মনে হয় জনা পনেরো ক্যান্ডিডেট উপস্থিত ছিলেন সেদিন ইন্টার্ভিউ দেওয়ার জন্য। ধীরে ধীরে সবার সাথে আলাপ পরিচয় হওয়ার পর মন একটু খারাপ হয়ে যায়। আমি ও আর একজন ছাড়া বাকি সব ক্যান্ডিডেট ছিলেন হয় এম এস সি টেক অথবা এম টেক। ভেবেছি, আমি তো শুধু গ্রাজুয়েট, আমাকে কি "এসকেস" কাজ দেবে ! অবশ্য বি ই করার পর প্রায় আড়াই বছরে কাজের অভিজ্ঞতা ছিলো আমার । আমি কাজ করতাম ভুবনেশ্বরের এক সী এস আই আর ল্যাবরেটরিতে আর সেখান থেকেই সোজা চলে এসেছিলাম আহমেদাবাদে ইন্টার্ভিউ দিতে, বাড়িতে না জানিয়েই। এডমিন

থেকে জেনে নিয়েছিলাম এক সিনিয়র উইং কমান্ডার, শ্রী কে আর রাও সে সময়ে এসকেস পরিচালক আমাদের ইন্টার্ভিউ নেবেন। উনি ছাড়াও কমিটিতে আর্মী ও নেভি থেকেও দুই অফিসার



থাকবেন এবং বম্বের টি আই এফ আর এর এক বিজ্ঞানী ও স্থানীয় পি আর এল থেকেও এক অফিসার থাকবেন। বোর্ডে আর্মী নেভি এয়ার ফোর্সের লোক থাকবেন জেনে একটু ঘাবড়ে যাই।ভেবেছি কাজটা বোধ হয় মিলিটারি দের কিছু একটা হবে! আমি ছিলাম রোগা পাতলা, আমাকে দিয়ে মিলিটারিদের কাজ হবে কি করে ! ইন্টার্ভিউ ধীর গতিতেই চলছিলো। আমার ডাক এলো লাঞ্চের পর । ২০ নম্বর বিল্ডিংয়ের পাশেই ছিলো এক ইন্টারন্যাশনাল হস্টেল, সেখানেই ছিলো লাঞ্চের ব্যবস্থা, ডাল ভাত রুটি তরকারি দৈ ইত্যাদি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুস্বাদু এবং বেশ সস্তা ছিলো সেটা। বোর্ড রুমে নমস্কার জানানোর পর চেয়ারম্যান আমাকে অন্য সদস্যদের পরিচয়ও জানালেন। চেয়ারম্যান ছাড়া আর দুজনের নাম ই শুধু মনে পরে আজ, এক জন কর্নেল শ্রী এন পন্থ আর অন্য জন পি আর এল থেকে শ্রী এস আর ঠাকোর। দু জন ই আজ ভিন্ন লোকের বাসিন্দা।

ইন্টার্ভিউ আমার মন্দ হয়নি, একটা দুটো জায়গায় একটু থমকে গেলেও নিজেকে সামলে নিতে পেরেছি। সেটা হয়তো আমার সী এস আই আর এর কাজের অভিজ্ঞতার জোরেই। কথা বার্তা হচ্ছিলো মাইক্রোওয়েভ টেকনোলজি, ট্রান্সমিশন লাইন ইত্যাদি নিয়ে। ইন্টার্ভিউ শেষে চেয়ারম্যান জানতে চাইছিলেন ভুবনেশ্বরে আমি যে কাজ করছি সেই কাজটা শেষ করতে কতো সময় লাগবে।

আমি বলেছিলাম দু'মাস আর ডকুমেন্ট শেষ করতে আরো এক মাস লাগবে। এরপর ডকুমেন্টেশন এর উপর কিছু কথা বার্তাও হয়েচে। পরে চেয়ারম্যান আমায় ইন্টার্ভিউ শেষ হয়েছে জানান আর বলেন এডমিন থেকে রেল ফেয়ার যেনো নিয়ে যাই। বাইরে চা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে, সেটাও জানিয়েছিলেন। যথেষ্ট ভদ্র এবং অমায়িক ব্যবহার ছিলো চেয়ারম্যান সাহেবের। মাস দেড় পরে এসকেস থেকে আমার এপয়েন্টমেন্ট অফার (Sci/Eng SC) আসে ও ৩১ মার্চ ১৯৭১ তারিখে আমি "এসকেসে"র কাজে যোগ দেই।

পরবর্তী বছরের পর বছরের কাজের স্মৃতি খুব একটা না ভুললেও সেই ইতিহাস লেখার ধৈর্য এখন আমার নাই বললেই চলে। তবে এটুকু বলতে পারি খুব একটা বহির্প্রকাশী মানুষ আমি ছিলাম না, নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থেকেছি, সময়ের কাজ সময়ে ই শেষ করেছি এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে কখনই আমাকে নিয়ে বিব্রত হতে হয় নি। আমি নিজেই বরং বিব্রত হয়েছি যখন প্রত্যেকটা প্রমোশনের পর আমার কাজের পরিধি বাড়িয়ে দেওয়া হতো। ইসরো থাকাকালীন আমাকে অবশ্য ছয় বার প্রমোশন দেওয়াও হয়েছিলো। মাঝে অবশ্য এক বছর (১৯৮৬-৮৭) লখনউ তে ডেপুটেশনে গ্যাস অথরিটি ইন্ডিয়াতে কাজ করে এসেছি ম্যানেজার হয়ে, ওদের মাইক্রওয়েব লিংক এস্টাব্লিশ করানোর ব্যাপারে।

আবার চলে আসি দুর্গা পূজাতে। আহমেদাবাদে প্রথম দিকে তখনকার বাঙালিদের প্রধান আড্ডা বেঙ্গলী ক্লাবের দুর্গা পূজায় খুবই জড়িয়ে পড়তাম , নেশা ছিলো নাটক করার। নাটকের রিহার্সেল শুরু হতো পূজার মাস তিন প্রথমেই , রাত ৮ টা থেকে প্রায় রাত ১১টা পর্যন্ত, কখনও ক্লাবেই কখনও বা কারুর বাড়িতে। সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত অফিসে কাজ করে চলে যেতাম পি আর এল কেন্টিনে, ডিনার করতে। ডিনার শেষ হলেই বেঙ্গলী ক্লাবের আড্ডায় চলে যেতাম। একটা লেমব্রেটা স্কুটার ছিলো, তাই কোনো অসুবিধা ছিল না আমার। বাঙালি ক্লাবের পূজা কিন্তু বিভিন্ন কারণে দীর্ঘদিন লাল দরওয়াজার পাশে হয়নি, হওয়া সম্ভব ছিলো না। কয়েক বছর পর প্রথমে পালডিতে ও পরে যথাক্রমে নবরংপুরা , টিভি টাওয়ার ইত্যাদি জায়গায় হয়েছে। এরপর রাজপথ কালীবাড়ির পথের পাশে পূজা স্থিতি পেলেও অফিসের কাজের চাপে ধীরে ধীরে ক্লাবের সাথে আমার সংযোগ কমে যায়। এখন প্রায় নাই বললেই চলে।

তাই গত ২০২৫ ইং সালে এই বিক্রম নগর ইসরো কলোনিতে বাড়ির কাছেই দুর্গাপূজা শুরু হয়েছে জেনেই মন খুশিতে ভরে গিয়েছিলো। শিক্ষিত শান্ত স্বভাবের কিছু বিজ্ঞান মনস্ক সংস্কারী ছেলে মেয়েরা দায়িত্ব নিয়ে খুবই সুন্দর ও সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করে সম্পন্ন করেছিলো সেই পূজা।

পূজাতে শুধু যে ইসরো কলোনির বাঙালিরা অংশ নিয়েছিলেন তা নয়, আসে পাশের প্রচুর অবাঙালি সম্প্রদায়ও এতে অংশ নিয়ে বাঙালিদের সাথে আনন্দের ভাগীদার হয়েছেন। আমি নিজে বহুদিনের প্রবাসী বাঙালি ,বছরের পর বছর আহমেদাবাদে নানা জায়গায় অনেক দুর্গোৎসবে অংশ নায়েছি। তবে গত বছরে ইসরো ছেলে মেয়েদের দুর্গাপূজা উৎসব ও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মনে হয়েছে বাংলা থেকে বহু দূরে এসেও এক নতুন বহুত্ববাদী বাংলার স্বাদ অনুভব পেয়েছি। এটাও মনে হয়েছে এ যেনো এক বাড়ির পূজা, ঘরোয়া পূজা, এতে আমার আদরের সব ভাইবোনেরা মেতে আছে। এখন মন চায় ইসরো প্রাঙ্গণের এই দুর্গা পূজা এক সামাজিক একাত্ম বাদের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে চিরকাল বেঁচে থাকুক আর একই সাথে আমরা মা দুর্গার আশীর্বাদে বছরের পর বছর খুশি ও শান্তিতে মেতে থাকি।

আর একটা কথা না বললে নয়। গত বছরের ইসরো কলোনির পূজা ছিলো আমার এক বিশেষ প্রাপ্তি, কারণ ২০২৫ সালেই আমি জীবনের ৭৯ বছর পার করে ৮০ তে পা রেখেছিলাম। তাই গত বছরে ইসরো দামালদের পূজা অনুষ্ঠান আমার কাছে ছিলো অপূর্ব এক পূজা উপহার। এ বছরের পূজাও হবে আমার আশি পূর্তির প্রথম পূজা, তাই এটাও হবে উল্লেখনীয়। গত বছরের চাইতেও এ বছর পূজাতে বেশি আনন্দ, বেশি হইচই হবে নিশ্চয়ই। আশা করবো গত পূজার সব রকমের ভালো মন্দ অভিজ্ঞতা মনে রেখেই পূজা পরিচালক মন্ডলী ২০২৬ এর ইসরো দুর্গা পূজাকে আরো কয়েক ধাপ সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, চোখ খুলে রেখে আমরাও তার প্রাণভরা স্বাদ নিতে অপেক্ষা করে থাকবো। সবার মঙ্গল কামনার সাথেই আমার মনের কিছু কথা এখানেই শেষ করলাম।



মল্লভূমের রক্ষাকর্তা: শ্রী মদন মোহন

সৌমেন গরাই

কলকাতা থেকে ১৩২ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে বাঁকুড়া জেলার বুকে একদা গড়ে উঠেছিল মল্ল রাজাদের বীরত্বগাথার দেশ; মল্লভূম;, যার প্রাচীন রাজধানী ছিল ঐতিহ্যবাহী বিষ্ণুপুর।অষ্টম থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত মল্ল রাজবংশের প্রতাপ এবং পোড়ামাটির শিল্পকীর্তির রোমাঞ্চকর গল্প আজও সুর হয়ে বেজে ওঠে এই ঐতিহাসিক ভূমির অলিগলিতে।



প্রায় তিনশত বছর আগের কথা, ১৭৪০-এর দশক। আজকের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মল্লভূমিকেন্দ্রিক বিষ্ণুপুর তখন এক রূপকথার মতো সুন্দর রাজ্য। চারদিকে মনোহর সব পোড়ামাটির (টেরাকোটা) মন্দির, ঘন সবুজ বনানী আর বাতাসে ভেসে আসা মন্দিরের কাঁসর-ঘণ্টার মধুর ধ্বনি। সেই রাজ্যের রাজা ছিলেন পরম দয়ালু ও ঈশ্বরভক্ত গোপাল সিংহ। রাজা গোপাল সিংহ রাজ্যশাসন করলেও, বিষ্ণুপুরের ছোট-বড় সবার বিশ্বাস ছিল—তাদের এই রাজ্যের মূল মালিক ও রক্ষাকর্তা স্বয়ং তাদের প্রিয় দেবতা শ্রীমদন মোহন (যাঁকে শহরের শিশুরা ভালোবেসে ডাকত মদন গোপাল)।

সেসময় পুরো বাংলা জুড়ে নেমে এসেছিল এক ঘোর অমঙ্গল। বর্গী নামে পরিচিত একদল পাষাণ মারাঠা অশ্বারোহী সেনা—যাদের নেতা ছিল ভাস্কর পণ্ডিত—গ্রামের পর গ্রাম তছনছ করছিল, ধন-

সম্পদ লুটপাট করছিল আর মানুষকে আতঙ্কিত করে তুলছিল। একদিন এক রৌদ্রোজ্জ্বল বিকেলে রাজদরবারে ছুটতে ছুটতে এল এক ক্লান্ত দূত। বার্তা আনল—হাজার হাজার বর্গী সৈন্য ঘোড়া ছুটিয়ে সোজাসুজি বিষ্ণুপুরের দিকে আসছে পুরো শহর তছনছ করতে!

বিষ্ণুপুর শহরকে ঘিরে রেখেছিল উঁচু মাটির দুর্গ আর বিশাল সব পরিখা। আর শহরকে রক্ষা করার জন্য দুর্গ প্রাচীরে বসানো ছিল এক বিশাল লোহার কামান—দলমর্দন (যা সাধারণ মানুষের মুখে হয়ে উঠেছিল দলমাদল কামান, যার অর্থ 'শত্রুদলকে চূর্ণকারী')। এই কামানটা এতই বিশাল আর ভারী ছিল যে, কেবল এটাকে একটু সরাতেই ৫০ জন বলবান সৈন্যের প্রয়োজন হতো! কিন্তু রাজা গোপাল সিংহ ছিলেন অত্যন্ত শান্তিকামী। রক্তপাত তিনি মোটেও পছন্দ করতেন না। তাই সৈন্যদের যুদ্ধের আদেশ না দিয়ে তিনি প্রজাদের ডেকে বললেন, "দুর্গের ভারী দরজা বন্ধ করে দাও! এসো, আমরা আমাদের শ্রীমদন গোপালের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখি। সবাই মন্দিরে গিয়ে ব্যাকুল মনে প্রার্থনা করো!"

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা নেমে এল। পুরো বিষ্ণুপুর শহর ঢোল, কাঁসর আর ভক্তিমূলক প্রার্থনায় মুখরিত হয়ে উঠল। অন্যদিকে দুর্গ প্রাচীরের বাইরে ভাস্কর পণ্ডিত তার বিশাল বর্গী বাহিনী নিয়ে অন্ধকারের সুযোগে পুরো বিষ্ণুপুর ঘিরে ফেলল। দুর্গের ভেতর থেকে কেবল গান আর প্রার্থনার শব্দ শুনে ভাস্কর পণ্ডিত অহংকার করে হেসে বলল, "ওরা যুদ্ধের প্রস্তুতি না নিয়ে গান গাইছে! আজ রাতে বিষ্ণুপুর আমাদের হাতের মুঠোয়!"

কালো অন্ধকারের আড়ালে বর্গী সৈন্যরা দুর্গের উঁচু মাটির দেওয়ালের দিকে এগোতে লাগল এবং মই উঁচিয়ে আচমকা আক্রমণের প্রস্তুতি নিল। ঠিক তখনই, বিশাল দলমাদল কামানের পাশে দুর্গের উঁচু দেওয়ালের ওপর হঠাৎ দুটো রহস্যময় বালক এসে দাঁড়াল। এক বালকের গায়ের রং নীল মেঘের মতো রূপময়, পরনে ঝলমলে হলুদ রেশমি পোশাক আর মাথায় ময়ূরের পালক গোঁজা। তার পাশে দাঁড়িয়ে তার ফর্সা রঙের বড় ভাই। যে কামান দাগতে বা যার ভারী গোল্লা তুলতে সাধারণ সৈন্যদের ঘাম ছুটে যেত, সেই নীলকান্তি বালকটি কিন্তু ভারী লোহার গোল্লাগুলোকে হালকা কাঠের খেলনার মতো অবহেলায় তুলে নিল! সে কামানে বারুদ ভরল, কামানের মুখটা নীচের শত্রু সৈন্যের দিকে তাক করল আর এক চিলতে আলোর স্পর্শে সলতেতে আগুন ধরিয়ে দিল।

গুড়ুম—স্মম!

এক আলোর ঝলকানিতে রাতের কালো আকাশ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল! কামানের সেই বিকট গর্জনে মাইলের পর মাইল মাটি কেঁপে উঠল, আশপাশের গাছপালা শিউরে উঠল আর উপত্যকাজুড়ে সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

গুড়ুম! গুড়ুম!

অবিশ্বাস্য দ্রুততায় সেই নীল বালক ভারী লোহার কামানটিকে বাঁয়ে-ডানে ঘুরিয়ে অন্ধকারের মধ্যে একের পর এক নির্ভুল তোপ দাগতে লাগল। কামানের গোল্লাগুলো শিষ কেটে রাতের বাতাসে উড়ে গিয়ে বর্গী সৈন্যদের আস্তানায় আছড়ে পড়ল। শত্রুদের রসদের গাড়িগুলো বিস্ফোরণে উড়ে গেল, তাবুগুলোতে আগুন ধরে গেল আর আতঙ্কে বর্গীদের মধ্যে হুলস্থুল পড়ে গেল! "ঐশ্বরিক শক্তি! জাদুকরী আগুন!" —ভয়ে চিৎকার করে উঠল আতঙ্কিত বর্গী সৈন্যরা। তারা জীবনে কখনো এত দ্রুত আর ভয়ংকর শক্তিতে কামান চলতে দেখেনি। রাজ্যটিকে কোনো এক অদৃশ্য ও অপরাজিত শক্তি রক্ষা করছে ভেবে জেনারেল ভাস্কর পণ্ডিত ঘাবড়ে গেল।

"পালাও! পিছু হঠো!"—সে চিৎকার করে নির্দেশ দিল। এক মুহূর্ত দেরি না করে পুরো বর্গী অশ্বারোহী দল তাঁদের ধন-সম্পদ ও সরঞ্জাম ফেলে রেখেই অন্ধকারে প্রাণ ভয়ে দৌড় দিল। পরদিন সকালে লাল মাটিতে যখন ভোরের সোনালি রোদ ফুটল, রাজা গোপাল সিংহ ও তাঁর সৈন্যরা সাবধানে দুর্গের ভারী দরজা খুললেন। কিন্তু অবাক কাণ্ড! দুর্গের বাইরে কোনো শত্রু সৈন্য নেই—কেবল বহুদূরে পালিয়ে যাওয়া ঘোড়ার খুরের চিহ্ন!

রাজা কৌতূহল সামলাতে না পেরে দৌড়ে দুর্গের ওপর উঠে গেলেন। গিয়ে দেখলেন বিশালাকার দলমাদল কামানটি স্থির হয়ে বসে আছে, তার মুখ থেকে তখনও হালকা বারুদের ধোঁয়া আর উষ্ণতা বেরোচ্ছে। আর কামানের ঠিক পাশে মাটিতে পড়ে আছে বুনো ফুলের একটি ছোট মালা, একটি ময়ূরের পালক আর ভোরের বাতাসে ভেসে আসছে চন্দনের এক অপূর্ব সুবাস।

রাজা গোপাল সিংহের চোখ দিয়ে আনন্দের জল গড়িয়ে পড়ল। তিনি পরম ভক্তিতে হাঁটু গেড়ে নত হলেন। রাজা এবং বিষ্ণুপুরের প্রতিটি মানুষ সেই অলৌকিক সত্যটি বুঝে গেল: যখনই তাদের প্রিয় জন্মভূমি বিপদে পড়েছিল, ছোট্ট মদন গোপাল নিজেই মন্দিরের বেদি থেকে নেমে এসেছিলেন, বিশালাকার কামান দাগিয়ে বর্গীদের তাড়িয়ে দিয়ে নিজের প্রজাদের রক্ষা করেছিলেন!

আজও যারা বিষ্ণুপুরে ঘুরতে যায়, তারা নীল আকাশের নীচে শান্তভাবে বসে থাকা ঐতিহাসিক দলমাদল কামানটিকে দেখতে পায়—যা আজও নীরব সাক্ষী হয়ে আছে সেই অলৌকিক রাতের, যেদিন মদন গোপাল নিজ হাতে বিষ্ণুপুরকে রক্ষা করেছিলেন।

লাইফ আফটার

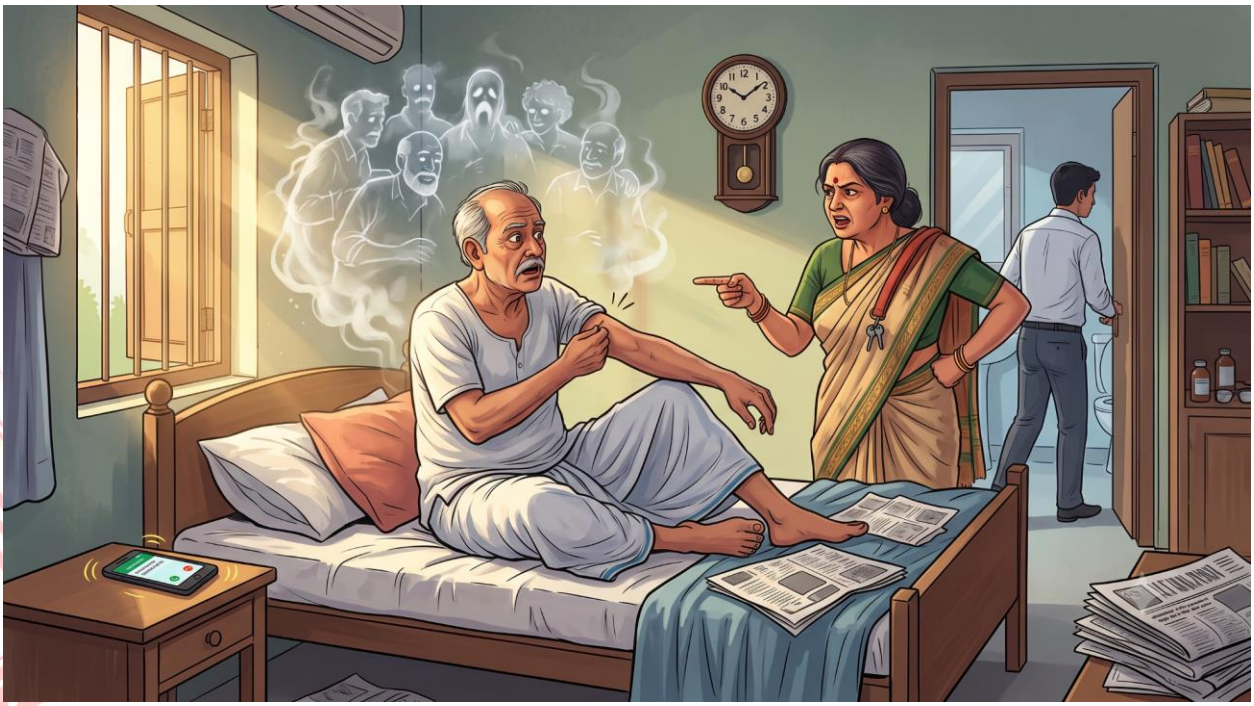
সুমিতেশ সরকার

ইহলোক ছাড়ার পর থেকে আজ প্রথম অমরবাবুর মন মেজাজটা বেশ ফুরফুরে লাগছে। হঠাৎ এক একটা দিন এমন আসে, এত রকম কর্মব্যস্ততা, যে জীবনের ধারাটাই যেন বদলে যায়। না, ইহলোক ছাড়ার ইচ্ছে অমর বাবুর কোনদিনই ছিল না, হয়তো নামটার জন্যই হবে। শান্তি দেবী কয়েক বছর আগেই পৌঁছেছেন এখানে। ওনার সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হওয়ায় শুরুতে বেশ ভালই লাগছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আবার সেই সাংসারিক ঝগড়াঝাটি ইত্যাদি। না, এখন কোন দায়িত্ব তো আর নেই, কিন্তু বাদ সাধে অমরবাবুর ওই ঘুমানোর অভ্যেসটা। এখানে অবশ্য রাত বাড়লেই সবাই সক্রিয় হয়। কিন্তু তা বলে দিনের বেলা দশটা পর্যন্ত ঘুমানোটা শান্তি দেবীর মোটেও পছন্দ নয়। ফলত যা হওয়ার তাই - সকাল সকাল নিত্য মুখ ঝামটা - এভাবে কেউ সময় নষ্ট করে? দেখো ও বাড়ির অবিনাশ বাবুকে ! গত হয়েছেন কত বছর হল, এখনো কেমন সকাল সকাল চুল কালো করে ব্যাগ হাতে অফিস যান। হ্যাঁ তা বটে, অমর বাবু ভাবেন। উনি ছিলেন অফিসের বড়বাবু , তা অফিসের বড়বাবুদের ওই হেড অফিসের পাশে বড় নিম গাছটায় ব্রহ্মদৈত্যর পোস্ট দেওয়া হয়। অফিস গেলে কি হবে, কেউ কি আর পাত্তা দেয়? দেখতেও তো পায় না কেউ ওনাকে। সে যাই হোক এসব নৈমিত্তিক ঝুট ঝামেলার মধ্যে আবির্ভাব হল সবসময়ের বিপত্তারণ এই বঙ্কুবাবুর, অমরবাবুর ছোটবেলার বন্ধু। উনি কয়েক বছর আগেই এখানে এসেছেন। বিশাল নেটওয়ার্ক ওনার, পরলোকের তাবড় তাবড় লোকেদের সঙ্গে চেনা পরিচিতি। ইহলোকে বন্ধু বলতে ওই একজনই ছিলেন অমর বাবুর, যাকে বলে ফ্রেন্ড ফিলোসফার এন্ড গাইড। অফিসের ও সব খবরাখবর উনিই এনে দেন।

এ হেন বঙ্কুবাবুর আবির্ভাব আজ সকাল সকাল। এ কথায় ও কথায় উনি বলছিলেন 'লাইফ আফটার' গ্রুপটার কথা। এখানে 'হোয়াই নট' খুবই জনপ্রিয় অ্যাপ। সেই হোয়াই নটেই এই 'লাইফ আফটার' গ্রুপ, অনেক সব পরিচিত বন্ধুরা, যারা ইহলোকের মায়া ত্যাগ করেছেন, তারা সবাই মেম্বার। নানান রকম আদান-প্রদান হয়ে থাকে। কিন্তু সমস্যাটা হলো মোবাইলটা তো অমরবাবু নিয়ে আসেননি। তারও ব্যবস্থা করলেন ওই বঙ্কুবাবু। ওনার ছেলে নাকি নতুন আইফোন কিনেছে, তাই পুরনোটা পড়ে আছে। সেটাই এনে দিলেন আর অমর বাবুকে এড করে দিলেন গ্রুপে। দেখলেন পলিটিকাল ঝগড়াঝাঁটি থেকে পুরনো হিন্দি গান সবই চলছে এই গ্রুপে। এই মুহূর্তে আলোচনা এবং বিতর্ক চলছে যে পরলোকে পেনশনের ব্যবস্থা কেন থাকবে না ? এই ব্যাপারটা নিয়ে একটা অফলাইন মিটিংও ডাকা হয়েছে আজ। খবরটা দেখে বঙ্কুবাবু খুবই উৎসাহিত, অমর বাবুকে নিয়ে চললেন সেখানে। নানান বাকবিতণ্ডা, নানান অভিযোগ। এই ব্যাপারটা অবশ্য অমর

বাবুর খুব একটা ভালো লাগলো না। এখন তো কোন খরচাই নেই, পেনশন টেনশন দিয়ে আবার কি হবে? ভোর বেলার দিকে ঘরে ফিরে দেখেন কোন এক সঙ্গীতপ্রেমী ওই গ্রুপে কিশোর কুমারের গান পোস্ট করেছে - জিন্দেগি কা সফর- এটা এক সময় অমরবাবুর ও খুব প্রিয় গান ছিল। সবে একটু গুনগুন করে গাইতে শুরু করেছেন, এমন সময় শুনতে পেলেন শান্তি দেবীর মুখ ঝামটা - দেখো দেখি, এই বুড়ো বয়সে ভীমরতি আর কি! সকাল গড়িয়ে দুপুর হতে চলল আর এখন উনি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গান ধরেছেন! ওঠো এবার! তড়াক করে উঠে গায়ে চিমটি দিয়ে কেটে দেখলেন, না বেঁচেই তো আছেন! বেলা অনেকই হলো, এই রিটায়ার করার পর থেকে সময়ের আর কোন ঠিক-ঠিকানা থাকে না। ছোট ছেলে বাথরুমে স্নান করছে, অফিসে বেরোবে এবার। বাইরের টেবিলে রাখা মোবাইলে কলার টিউন বেজে চলেছে - জিন্দেগি কা সফর - ছেলেও কিশোর কুমারের ফ্যান, শুনতে বেশ ভালই লাগছে।

যত নষ্টের গোড়া হলো ওই রিটায়ার্ড লোকদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। রাতে শোয়ার আগে দেখছিলেন কে আবার একটা পোস্ট ফরওয়ার্ড করেছে তাতে বিশদ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে অফিস থেকে রিটায়ার করা আর ইহলোক থেকে বিদায় নেওয়া প্রায় একই ব্যাপার, শুধু লেভেলটা একটু আলাদা, এই যা।



সবুজ পাথরের দুল

শম্পা রায়



প্রতিবারই পুজোর ঠিক কদিন আগে এই মেলাটা বসে। প্রতিবারের মতো শ্রী মেলাটা ঘুরতে এসেছে রিয়া আর দিবাকরের সাথে। কিছুই কিনবেন না তবু একবার ঘুরে না দেখলে মনটা খুঁতখুঁত করে। ওরা দুজন প্রথমে গাইগুই করছিল আসবেনা বলে কিন্তু রিয়া কে লোভ দেখানো হয়েছে শাড়ীর সাথে মিলিয়ে যদি জাঙ্ক গয়নার সেট পাওয়া যায়।রিয়া এবার প্রথম পুজোতে শাড়ী পরবে,তা নিয়ে খুব উৎসাহ,শুনেই এক পায়ে রাজি।বাবাকেও মানিয়ে নিয়ে এসেছে।

মেলাতে ঢুকে শ্রীর মনে হল "বাঃ, অন্যবারের থেকে অনেক বেশি আয়োজন। অনেক দোকান বসেছে। আরে বেশির ভাগ মনে হচ্ছে বাংলার, ভালোো কারুকার্যের জিনিস পাওয়া যাবে। একটা, দুটো দোকান তিনজনে একসাথে দেখার পর শ্রী একটু আলাদা হয়ে গেল,রিয়া কাছেই একটা দোকানে বাবার কাছে বায়না করছে কিছু কেনার।

শ্রী, ঘুরতে ঘুরতে একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গেল।আরে, এত অনেক গয়না নিয়ে বসেছে,অনেক পুরনো ডিজাইন এর। "দাদা, ওই সেটটা দেখান না,...না, না , নীচের বাঁদিক ঘেঁষে... হ্যাঁ"। এটা,ওটা দেখতে দেখতে শ্রীর চোখ পরে সেই দুলটার ওপর... সারা শরীরে একটা ঠাণ্ডা অনুভূতি বয়ে গেলো।

"সেই দুলটা, সেই সবুজ পাথরের দুলটা...মা..."। নিজেকে সামলে শ্রী ওই দুলটা দেখতে চাইল ,দোকানি মুচকি হেসে বলে,"দিদি, এটা আপনাকে খুব মানাবে"। শ্রী, দুলটা হাতে নিয়ে কাছে এনে দেখে... হুবহু এক দুল,কিন্তু তা কি করে?.....

" মা, মা দেখ কি সুন্দর দুল, এটা কিন্তু আমার চাই। আচ্ছা, দাদা কত দাম... কত? ৮০ টাকা? একটু কম করা যায়না"।"শ্রী, বাবা ডাকছে এসো, আমাদের বাস ছুটে যাবে,বাবা বকা দেবে"। "না,আমি ওটা না নিয়ে যাব না, সামনে স্কুলে অনুষ্ঠানে আমি পরব, নাচের পোশাকের সাথে একদম মিলে গেছে, মা তুমি বাবাকে বললে বাবা দেবে,বলনা"।

" শ্রী, ৮০ টাকা বাবা দেবে না,কেন শুধু শুধু বকা খাবি?...৮০ টাকা যে অনেক টাকা মা... ওই টাকাতে তোর স্কুলের বই হয়ে যাবে"।"চাই না আমার বই, পড়ব না আমি,আমার সবুজ দুল চাই"। শ্রী, খেয়াল করেনি বাবা কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়ে কথা শুনছিলো,খেয়াল হল ঠাস করে গালে একটি চড় খাবার পর।

শ্রী, মনে আছে সারা রাস্তা কাঁদতে কাঁদতে এসেছিল,রাতেও না খেয়ে ঘুমিয়ে পরেছিল। মাঝে মাঝে কেঁদে উঠছিল, শ্রী টের পেয়েছিল তার মা তার মাথায় হাত বুলিয়ে খুব চাপা স্বরে বলছিল "বড়ো হয়ে যা শ্রী, তাড়াতাড়ি বড়ো হয়ে যা, নিজে চাকরি করে কিনিস,কেউ না করবেনা... পড়াশোনা করে বড়ো হয়ে যা"।

..... আচ্ছা, দাদা এটার দাম কত? "দিদি, আপনার পছন্দ হয়েছে, আপনি বুঝে দিন"। না,না বলুন না। "মা, ও মা দেখ ওনার হাতের দুলটা"। শ্রীর চমক ভাঙল,ঘুরে দেখে তার পাশে একটা ছোট্ট মেয়ে মার হাত ধরে দাঁড়িয়ে তার হাতের দুলটা কে দেখাচ্ছে।

"মা, এটা একদম ঠিক মানাবে, তাইনা"। মেয়ে বা মা কারোর মুখ শ্রী পরিষ্কার ভাবে দেখতে পাচ্ছেনা।মেয়েটা রুমাল দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছে আর মা ঘোমটা দিয়ে। এ কি রে আজকাল আবার কেউ ঘোমটা পরে নাকি।

শ্রী, জিজ্ঞাসা করে "দুলটা তোমার পছন্দ হয়েছে?", মেয়েটি মাথা নারে, "ওর কি শরীর ভালো নেই..."।"না,না ওর ধুলতে কষ্ট হয়"।"তাই? আমারও হতো ছোটবেলায়...বড়ো হয়ে ঠিক হয়ে গেছে"। "আসলে, এরকম একটা দুল আমি অনেক বছর ধরে মনে মনে খুঁজছি"।"জানি...", "অ্যাঁ, কি বললেন"..." না ,কিছু না"।"আপনি রাজি হলে দুলটা কি আমি আমার মেয়ের জন্যে নিতে পারি"। শ্রী, কি করবে ভেবে পাচ্ছেনা,এই বয়সে একটা দুলের জন্যে বাচ্চা মেয়েটার মনে কষ্ট দেবে?

"ঠিক আছে আপনি নিন"। "এবারেও রাখতে পারলি না?"..... শ্রী চমকে উঠে বলল "কিছু বলছেন?...কি বললেন ?..."। "না,না আপনাকে কিছু বলিনি,আপনাকে অসংখ্য ধন্যাবাদ"। বলে দুলটা নিয়ে মেয়ের হাত ধরে সাঁইসাঁই গতিতে ভিড়ের দিকে এগিয়ে গেল।

"দিদি,দিদি আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে,কি হল কিছু হারিয়ে ফেললেন ... আপনার চোখে জল..."। "না, না আমি ঠিক আছি... হারিয়েছি? না তো , বরং ফিরে পেয়েছি আপনার দোকানে আমার অনেক বছর আগে হারিয়ে যাওয়া..... "।

শ্রী, আবার ভিড়ের দিকে ঘুরে তাকাল "আরে মেয়ে আর মা ও যে ঘুরে তার দিকে তাকিয়ে আছে... শ্রী এবার পরিষ্কার তাদের মুখ দেখতে পেলো..... "মা, মা দাঁড়াও ... যেও না ... শুধু ছোট শ্রীকে নিয়ে

কেন ?... বড়ো শ্রীকেও নিয়ে যাও ... আমি তোমার সাথে.....", "ওমা , মা তুমি এখানে একা দাঁড়িয়ে কি করছ, ঘামছ কেন? শরীর খারাপ লাগছে?"।

রিয়া, রিয়া তার হাত ধরে ডাকছে....."রিয়া, মা...মা ..... ছোট শ্রী"। " কি বিড়বিড় করছ? তখনি বলেছিলাম এই রোদে না আসতে, আমার কথা তো শুনবে না... চিরকালের জেদি"। দিবাকরের মধুর বাণীতে শ্রী পুরোপুরি সম্বিত ফিরে পায়।

"আরে না,না আমি ঠিক আছি...কি বলছিস"।

"মা, শাড়ীর সাথে মিলিয়ে একটা খুব সুন্দর গয়নার সেট পেয়েছি... সবুজ দুল আর হার... দেখবে চলো ... আহা, কি করছ ... আবার পেছন ফিরে কি দেখছ? তাড়াতাড়ি সামনের দোকানে চল... বিক্রি না করে দেয়... আমি আর পাব না"।

"হা, রিয়া চল... পেছন ফিরে না দেখাই ভালো...সামনে চল", বলে শ্রী সবার অজান্তে চোখ মুছে এগিয়ে গেল।





মঙ্গলমূর্তি

শ্রেয়া মিশ্র



সমুদ্র মন্থনের পর যখন অমৃত ভাণ্ড উঠল ইন্দ্র,অগ্নি,বায়ু,সূর্য আদি দেবতাগণ তা প্রদত্ত হলেন। অমরত্ব লাভের পর তাঁরা অহংকারী ও স্বৈরাচারী হয়ে উঠলেন। এই অবস্থায় সংসারে পুনরায় শুভত্ব প্রতিষ্ঠার্থে দেবাদিদেব মহাদেব কৈলাশ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রস্থান করলেন এক নির্জন গুহার উদ্দেশ্যে। সেখানে তিনি ধ্যানমগ্ন হলেন।

শিবপুত্র কার্তিকেয় দাক্ষিণাত্যে দেবতাদের সেনাবাহিনীর সেনাপতিত্ব করছিলেন । দেবী পার্বতী কৈলাশে নিঃসঙ্গ বৎসর যাপন করছিলেন। দেবী শ্রীলক্ষ্মীর পরামর্শে দেবী পার্বতীর দ্বারা এক পুত্র সন্তানের আবির্ভাব নির্ণিত হলো। দেবী এক প্রাকৃতিক ভেষজ প্রলেপ প্রথমে স্বীয় ত্বকে প্রয়োগ করে ও পরে তা অপসারণ করে সেই অবশিষ্ট দিয়ে এক বালকের পূর্ণ অবয়ব নির্মাণ করলেন। সেই অবয়বকে দেবী প্রাণিত করলেন। এই পুত্রের নামকরণ করলেন বিনায়ক । বিনায়ক শব্দের অর্থ বিশেষ নায়ক।

বিনায়কের আগমনে কৈলাশ উজ্জীবিত হলো। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, পালনকর্তা বিষ্ণু , দেবতাগণ , ঋষিগণ এবং মহাদেবের সমস্ত অনুচরগণ বিনায়ককে অভিনন্দন জানালেন।

কিছু কাল পরে দেবী পার্বতী কৈলাশে মহাদেবের প্রত্যাবর্তন সংবাদ প্রাপ্ত হলেন। দেবী শুচিস্নান ও পূজার উদ্দেশ্যে যথাক্রমে জাহ্নবী কুণ্ড ও তৎসংলগ্ন গুহাকে চয়ন করলেন ।

গুহামধ্যে প্রবেশের পূর্বে তিনি পুত্র বিনায়ককে জানালেন কেবলমাত্র স্নান ও পূজাবিধি সমাপনের পরই দেবী গুহা থেকে ফিরে আসবেন। তাঁর ফিরে আসার পূর্বে গুহা যেন সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ বর্জিত থাকে। বিনায়ক প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হলেন যে তিনি মাতৃ আদেশকে সম্মান করবেন। দেবী তাঁর পুত্রকে সশস্ত্র করলেন। অনতিবিলম্বে জটাধারী মহাদেব গুহার প্রবেশদ্বার সম্মুখে উপস্থিত হলেন। বিনায়ককে দেখামাত্রই পুত্রবৎসল মহাদেব বিনায়ককে নিরীক্ষণ করতে থাকলেন। কিন্তু বিনায়ক সেই অপরিচিত জটাধারীকে শুধুমাত্র ভিক্ষুক জ্ঞান করলেন। পরবর্তীতে মহাদেবের অনুচরগণ মহাদেবের প্রকৃত পরিচয় দিলে, বিনায়ক তাঁকে পিতাসম্বোধন করে প্রণাম করলেন।

মহাদেব যখন দেবী পার্বতীর সাথে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন বিনায়ক অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁর পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞার কথা মহাদেবকে শোনালেন। মহাদেব প্রতীক্ষা করবার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু পরমারাধ্যের এই প্রতীক্ষারত বিষণ্ন মুখ দেখে দেবতাগণ, ঋষিগণ ও তাঁর অনুচরগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ পদ্ধতিতে বিনায়ককে তাঁর প্রতিজ্ঞাভঙ্গের জন্য প্রভাবিত করবার চেষ্টা করলেন ও ব্যর্থ হলেন। দেবতাগণ বিনায়ককে আক্রমণ করলে, বিনায়ক প্রতি-আক্রমণে লিপ্ত হলেন। এইরূপ অশান্ত পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মহাদেব বিনায়ককে শান্ত হতে আদেশ করলেন। কিন্তু বিনায়ক মহাদেবকে সম্মুখ সমরে আহ্বান করলেন এবং তাঁকে উদ্দেশ্য করে অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন।

পুত্রের এই রূপ চরম দুর্ব্যবহারে পিতৃহৃদয় ভারাক্রান্ত হলো এবং মহাদেব অশ্রুবিগলিত হলেন। তাঁর দক্ষিণহস্তে ধরিত ত্রিশূল পাপকারীর বিনাশার্থে ধাবিত হলো। পিতৃহস্ত সেই ত্রিশূলের ভূমিকা প্রতিরোধ করতে অক্ষম হলো। বিনায়কের শিরচ্ছেদ হলো। শিরচ্ছেদ হলো মূর্ত অহংকারের।

দেবী পার্বতী এর প্রতিবাদে অষ্টভূজা রূপ ধারণ করে সমগ্র সৃষ্টিকে ধ্বংস করতে উদ্যত হলেন। সৃষ্টির কল্যাণার্থে মহাদেব বিধান দিলেন উত্তর অভিমুখে শীর্ষ স্থির রেখে শায়িত কোনো জীব যদি স্বেচ্ছায় তার শীষ প্রদান করতে সম্মত হয় তবে তা সূর্যাস্তের পূর্বে বিনায়কের শীষহীন শরীরে যুক্ত করা সম্ভব হলে বিনায়ক পুনরায় তাঁর অস্তিত্ব ফিরে পাবেন।

গজাসুর (হাতির রূপধারী এক অসুর) মহাদেবকে কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট করে বরপ্রাপ্ত হয়েছিলেন যে কালান্তরে তিনি সমগ্র বিশ্বে সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানী তে পরিণত হবেন ও কৈলাসে মহাদেবের সান্নিধ্যে বসবাস করবেন। সেই অর্থে গজাসুর নিজের শীষ প্রদানে সম্মত হলেন। সেই শীষ বিনায়কের শীষহীন শরীরে যোগ করে মহাদেব পুনরায় তাঁর পুত্রকে উজ্জীবিত করলেন। প্রাণিত হলেন মঙ্গলমূর্তি । স্থায়ী হলো ঋদ্ধি ।



দুগ্‌গা পাঁচালি

বনবীথি কোলে শেঠ

আজ অনেকদিন পর আবার লিখতে বসলাম 'দুগ্‌গা পাঁচালী' – লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ এবং শিব কে নিয়ে দুগ্‌গা'র ভরা সংসারের দিনরাত্রি।

দুগ্‌গাঃ তুই আমার এমনিতেই খুব লক্ষ্মী মেয়ে, তবু দীপাবলি থেকে ফিরে এসে একটু বেশী'ই লক্ষ্মী লাগছে তোকে। কি ব্যাপার বলত?

লক্ষ্মীঃ এই ব'সে ব'সে ভাবছিলাম,মামার বাড়িতে তোমাদের সাথে যাওয়া আর একা যাওয়ার মধ্যে অনেক তফাৎ আছে! এবার তো একা যাবার পর মনে হচ্ছিল কখন দীপাবলির পর ফিরে আসব।

দুগ্‌গাঃ কেন রে? তুই তো দীপাবলি তে যেতে খুবই ভালোবাসতিস্!

লক্ষ্মীঃ সে'তো ধন্‌তেরাসে সবাই কত গয়না কেনে, কত খুশি থাকে – সেটা সামনে থেকে উপভোগ করার জন্য! - সারা বছরের অভাব অনটনের মাঝেও সবারমুখে খানিক আনন্দের হাসি দেখতে আমার খুব ভালো লাগে!

দুগ্‌গাঃ তা… সে'তো এখনও সবাই কেনে, বরং বেশি করে কেনে। কি জানি, এত টাকা আসে কোথা থেকে!- আমি তো দু পয়সা তোদের ভবিষ্যতের জন্য জমাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি।

লক্ষ্মীঃ কতবার বলেছি মা, আমাদেরভবিষ্যত নিয়ে অত চিন্তা করো না। মা বাবা'র থেকে দু পয়সা নয়, সঠিক শিক্ষা পাওয়াটাই তো পরম প্রাপ্তি। তোমরাই ত ব'ল, নিজেদের ভবিষ্যত নিজে গড়ার মজাটাই আলাদা! – আমরাও সেটাই করব।

তবে হ্যাঁ এটা ঠিকই বলেছ– কেনাকাটা এখন বেশ ভালই হয়, কিন্তুজানো মা, অনেকের মধ্যেইসেই নিজে কিছু করে পাওয়ার যে আনন্দ, তা আজকালখুব কমইদেখতে পাই। - অন্যের থেকে কম হল না বেশি, সেই চিন্তাতেই সবাই যেন ব্যস্ত থাকে।

তার উপরে বাজি! নিত্য নতুন বাজি!না কান পাতা যায়,না শ্বাসনেওয়া যায়।

সরস্বতীঃ দিন দিন বিজ্ঞানের গবেষনা বাড়ছে, চমকপ্রদ তো হবেই।

লক্ষ্মীঃ তাই বিজ্ঞান মনস্কতাও কমছে!

দুগ্‌গাঃ সেই জন্যই তো আমার চিন্তা হয়- একা একা যাস তোরা, মন পরে থাকে, কখন ফিরবি।

লক্ষ্মীঃ ও মা, অত চিন্তা কর না, আমরা এখন বড় হয়ে গেছি।

সরস্বতীঃ মা, তোমার patent dialogue টা শুনিয়ে দাওঃ

“কি আর বলব বল, মায়ের মন, আঁধারের কোন। সবকিছু র মধ্যে সন্তানের জন্য মায়েদের আঁধার টাই যেন আগে চোখে পরে- জানিস ই তো।“ হিঃ হিঃ।

দুগ্‌গাঃ তুই আর ফাজলামো করিস না সরঃ। তোর সময় তো সে আর এক চিন্তা!

তুই সারাদিন পড়াশোনা, গান বাজনা নিয়ে থাকিস, কোনো সাতেপাঁচে থাকিস না, তাও



ঠিক ভ্যালেন্টাইন ডে র আগে-পিছুই তোকে যেতে হয়।

লক্ষ্মীঃ কার্ত্তিকঃ গণেশঃ মা বাঙালিরা আবার সরঃ’র আরাধানাতেই ভ্যালেন্টাইন ডে উদ্‌যাপন করে।

দুগ্‌গাঃ সে কি আমি কিছু বুঝিনা রে। প্রবাসে তো সে আর এক কাণ্ড! যে বার সরঃ’র কাগজের ছাড়পত্র এল না, একটা প্রিন্ট আউট নিয়ে সবাই সরঃ’র আরাধনা করলো। ভাবলাম ভাল কথা, পড়াশোনা করে সব, সরঃ’র আরাধনা তো দরকার। তারপর কি হল?-খাওয়া দাওয়া সেরেশুরু হল মজলিস, কে কবে সেই বিশেষদিনে কা’কে প্রোপজ্‌ করেছে,বা করতে পারেনি তার স্মৃতি চারণা! – ভাবতে ভাবতে কেউ কেউ বেশ ঝিমিয়েও পড়ল।

নস্টালজিক না খিচুড়ি’র প্রভাব– তা আজও বুঝতে পারিনা।

গণেশঃ খিচুড়ি মা, খিচুড়ি। দেখো না সরঃ’দির আগমনে সব বাঙালির ঘরে ঘরে খিচুড়ি হয়।

সরস্বতীঃ মা এটাকে পোশাকি ভাষায় বলে কস্মোপলিটন্‌এপ্রোচ! গোদা বাঙলায় সহাবস্থানও বলতে পারো।

দুগ্‌গাঃ পোশাকি ভাষা অত বুঝি না, তবে, যদি সহাবস্থানের কথা বলিস, তা সে দেখা যায় বিক্রমনগরে – একদিকে নবরাত্রি আর একদিকে দুর্গাপূজা – উৎসবের মেজাজ টাই আলাদা হয়ে যায় – দেখে মন ভরে ওঠে।

হ্যাঁ,যে কথাটা বলছিলামশোন সরঃ।- তোকে কে'ও পরীক্ষা বা প্রশ্নপ্‌ত্র বা অন্য কোন বিষয়ে অন্যায় আবদার জানালে মুখের উপর 'না' বলে দিস না। ওখানে না শোনার অভ্যাস দিন দিন কমছে – তাই তুই মুখটি বুজে থাকবি, ভাব্‌বি বোবা'র শ্‌ত্রু নেই!

গণেশঃসবাই কি আর সে'রকম মা? তবে, সরঃ'দি, কেউ যদি কোন খাবার জিনিস উপহার দেয়,না বলিস না, নিয়ে আসিস্‌।

দুগ্‌গাঃ না সরঃ একদম না। তুই যে কবে বড় হবি গণ্‌শা!

তোর্‌ কি মনে নেই, গতবার অত রঙিন লাড্‌ডু খেয়ে তোর কি অবস্থা হয়েছিল?

কার্ত্তিকঃ সে তোমার গণ্‌শা যদি অত লাড্‌ডু খায়! – নিজের ওজন বুঝে খেতে হবে তো নাকি?

তবে চিন্তা কর না মা, এবার FDA খুব active! কিন্তু কতদিন থাকবে তা বলতে পারছি না।

গণেশঃ তুই কি করিস আমি জানিনা ভাবছিস্‌?- মা'কে সব বলে দিয়েছি।

দুগ্‌গাঃ কাতু, তোর জন্যও আমার খুব চিন্তা হয়। দিনকাল একদম ভাল নয়।

কার্ত্তিকঃ ওঃ মা! -সবাই আমায় খুব ভালবাসে। লক্ষ্মীর পরে, বোধহয় সবথেকে বেশি বাঙালির ঘরে ঘরে আমারই আরাধনা হয়- তা সে নিজের ইচ্ছা বা পাড়া প্রতিবেশীর চাপ যে কারনেই হোক!

দুগ্‌গাঃ ভয় তো সেখানেই রে কাতু!সবাই সন্তানের আশায় তোর কাছে মানত করে, আর তোর এখনও আমি বিয়ে দিতে পারলাম না!

কার্ত্তিকঃ সে তো লুকানো নেই মা, সবাই জেনে'ই মানত্‌ করে।

দুগ্‌গাঃ সেখানেই তো আরও ভয় - দরকার ফুরালেই ভগবান থেকে ভূতহতে কতক্ষন!

কার্ত্তিকঃ অহেতুক চিন্তা করে pressure বাড়িও না মা। যাচ্ছি তো, দেখি যদি কে'ও রাজি হয়!Matrimony তে একটা profile ও create করে আসব ভাবছি।

দুগ্‌গাঃ বুঝে শুনে বলিস বাবা! আজকাল মেয়ে, বিশেষ করে বাঙালি মেয়ে, কিন্তুখুব আত্মসচেতন।

দুগ্‌গাঃ কি যে বল না মা! তোমাদের শিক্ষায় শিক্ষিত আমি। অন্যের মতামত এর দাম দিতে তো আমি তোমাদের দেখেই শিখেছি।

দুগ্‌গাঃ জানি রে, তবুও ছেলেমেয়েকে সঠিক সময়ে সুশিক্ষা দেওয়া মা বাবা'র কর্তব্য। দিন দিন যা পরিস্থিতি হচ্ছে , তোদের নিয়ে সবসময় দুশ্চিন্তায় থাকি!

শিবঃ অত চিন্তা কর না দুগ্‌গাঃ!

একটু একটু করে ছাড়তেও তো হবে, না হলে ওরাই বা কেমন করে নিজের জীবন উপভোগ করতে শিখবে। কেমন করেই বা নিজের স্বাধীনতার স্বাদ্ নেবে!আর কেমন করেই বা অনুভব করবে অন্যের স্বাধীনতার অধিকার! তা না হলে,কেমন করেই বা সুস্থ সমাজ তৈরি হবে!

ওদের দেখেই হয়ত ভবিষ্যতে আরো বেশি করে সঠিক সময়ে না বলা বা শোনার অভ্যাস তৈরি হবে - সব কিছুর মাঝে এরইবড় অভাব দেখি আজ!

… হঠাৎ পায়ের আওয়াজে pen থেমে গেল, পিছন ফিরে দেখি আমার সোনা দাঁড়িয়ে আছে।

মা, আমরা ready, বাবা বলল, তুমি লিখতে বসেছো, disturb না করতে, আমি ভাবলাম, আজ আমার field trip আছে, যাবার সময় দুগ্‌গাঃ দুগ্‌গাঃ না বললে তোমার তো আবার সারাদিন খুঁত খুঁত করবে।

ওঃসবহয়েগেছে? চোখকানখোলারাখিস্, সাবধানেআয়, দুগ্…গাঃদুগ্…গাঃ।

Honestly speaking, বেরোবার সময় তোমার এই 'দুগ্‌গাঃ দুগ্‌গাঃ' বলাটা না শুনলে সারাদিন মনে হয় কি একটা missing! By the way, সেদিন আমার friend Lovely was asking me about this 'reduplicative phrase'. এটাও বলছিল যে, ও এটাও notice করেছে, যে অন্য সবার মতন as a greetings আমরা এই phrase টা বলিনা, আবার সবাই'ও বলেনা, সব সময়' ও বলেনা, কিছু বিশেষ মুহূর্তেতেই বিশেষ কিছু মানুষ'ই বলে।

তাই নাকি? এত কিছু notice করেছে Lovely?

আমি বলেছি, আমি বেরলে মা বলে, আমার মা বাবা বেরলে দিদান থাম্মারা বলত, দিদান থাম্মারা বেরোলে বড়-দিদান বড়-থাম্মারা নাকি বলত…to wish a safe outing and happy return to home – মা হল বাড়ি'র আধার।

ঠিকই বলেছিস্, কিন্তু এখন আর বক্‌বক্ করতে হবেনা, দেরি হয়ে যাছে, সাবধানে আয়, দুগ্…গাঃদুগ্…গাঃ।

আরহ্যাঁ, Lovely আবার জিজ্ঞাসা করলে বলিস এটা just একটা phrase নয়, এটা বাঙালির legacy. দুগ্…গাঃ দুগ্…গাঃ।

Appcom Infotech LLP

Technology Solutions for a Smarter Tomorrow

Powering

Your Mission-critical IT Infrastructure
with reliability you can always trust



Our Services

HPC Consulting and Solution Design
High performance computing solutions tailored to your research and business needs.

Storage Consulting and Solution Design
Scalable and reliable storage solutions for growing data demands.

Virtualization Consulting and Solution Design
Optimized and efficient virtualized infrastructure for modern IT environments.

AMC Services for Workstations, Servers, Storage and HPC
Comprehensive annual maintenance services to keep your systems running smoothly.

Datacentre Solutions
End-to-end datacentre design, deployment and management.

Cloud Services
Flexible, secure and cost-effective cloud solutions for your evolving needs.

Network Infrastructure Solutions
Robust and high-performance network infrastrucions for seamless connectivity.

Security Solutions
Advanced security solutions to protect your critical assets and data.

Registered Office Address:
Appcom Infotech LLP.
B-506, Sankalp Iconic Tower,
Opp: Vikram Nagar Colony,
Near: ISCON Cross Road,
S G Highway,
Ahmedabad-380058

9824413186

sales@appcominfotech.com
jignesh.prajapati@appcominfotech.com

www.appcominfotech.com

Visit Our Website

এমনও তো হয়

সুজিত বসু

এমনও তো মাঝে মাঝে হয়
ভুলে যাওয়া অপমান, ভুলে যাওয়া প্রবঞ্চনা, যত অবক্ষয়
এমনও তো হয় যেন সব কথা শেষ
চারিদিক সবুজাভ, অবলুপ্ত যত হিংসা দ্বেষ
ঘরের আঙিনা যেন শুধু ভালোবাসা দিয়ে ঘেরা
আনাগোনা করে শুধু রূপসী স্বপ্নেরা
মাঝেমাঝে আসে এক দিন
যেসব সুখের স্মৃতি অনাদরে ক্রমশ মলিন
আবার জাগ্রত হয় তারা
যতই বলি না আমি বিদায়ে করুণ সায়োনারা
এমনও তো মাঝেমাঝে হয়
ভুলে যাওয়া অতীতের লাভাস্রোতে ভাসা পরাজয়
ভাবি আমি রোজ আর কত হবো নিচু
এক একটা দিন তবু উড়ে আসে সুখপাখি, চাই না আমার আর কিছু
প্রভুদের কাছে জানি হতে হবে রোজ অবনত
এক একটা দিন তবু প্রলেপের স্নেহে ঢাকে ক্ষত।



গৃহিণী

অঙ্কিতা ঘোষ (অর্ণা)

স্নাতকোত্তর শেষে চাকরির স্বপ্নে, আমি তখন বিভোর,

কিন্তু! মধ্যবিত্ত বাড়িতে, শুরু হয় বিয়ের তোড়জোড়।

উচ্চশিক্ষিতা অথচ ঘরোয়া হয়ে, বিয়ের বাজারে দর বাড়াই;

পাত্রপক্ষের অবান্তর প্রশ্নবাণে, আমার আমিত্ব হারাই।

বিয়ের পর মেয়েদের, ভোরের আগেই ভোর হয়-

তাও! কি করো সারাদিন? ঘরেই তো থাকো, এটাই শুনতে হয়।

পাড়াপড়শিরা বলে, কি করলে? এত পড়াশোনা করে?

রোজ হাঁড়ির ফুটন্ত চালে, কত-কত স্বপ্ন মরে।

যে যায়, যার যায়, সেই শুধু বোঝে,



অন্যেরা তো সব মুখরোচক গল্প খোঁজে।

স্বপ্ন-ইঁটের গাঁথুনিতে, ভিটে বানাই, কেরিয়ার ভুলে__

২৪×৭ অগুনতি কাজ থাকে, ছুটি পাওয়া যায় কেবল বিছানায় পড়লে।

কেউ স্বেচ্ছায়, কেউ কর্তব্যে, কেউবা পরিস্থিতিতে আজ হোম মেকার,

কিন্তু! সমাজের চোখে তার, নেই কোনো কাজ, সে বেকার।

জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, এক হাতেই করি,

অভ্যাসের দাসী আমি, হাতেই বাঁধা সংসারের ঘড়ি।

উদ্বেগে থাকি, কে কি খাবে? কি পরবে, কি হবে আগামীর রান্না?

নুন কম, ঝাল বেশির বিশ্লেষণে, মুখচোরা কান্না।

নিত্যদিনের কত কথায়, পুড়ে ছারখার মনের বন,

লড়াই সবার থাকে, দূর থেকে সুন্দর সুখী গৃহকোণ।

নিজের জুতো পরে, অন্যের পথ বোঝা সম্ভব নয়,

জীবনও সহজ নয়, বরং সহজ করে নিতে হয়।

সকলকে ভালো রাখার মাঝেই, নিজের ভালোলাগা খুঁজি,

নীরবে নিঃশব্দে, একা সংসারের সাথে যুঝি।

কারো বউমা, কারো স্ত্রী, কারো মা এই তো পরিচয়,

মুহূর্ত বাঁধা গতানুগতিক রুটিনে, কত অপূর্ণ সাধ-ইচ্ছের ক্ষয়।

তবুও, পরিবারের হাসি আর একটু ভালোবাসার কাছে, সব ক্লান্তি তুচ্ছ ;

জীবনখাতার প্রতি পাতায় লিখি, রোজনামচার গল্পগুচ্ছ।

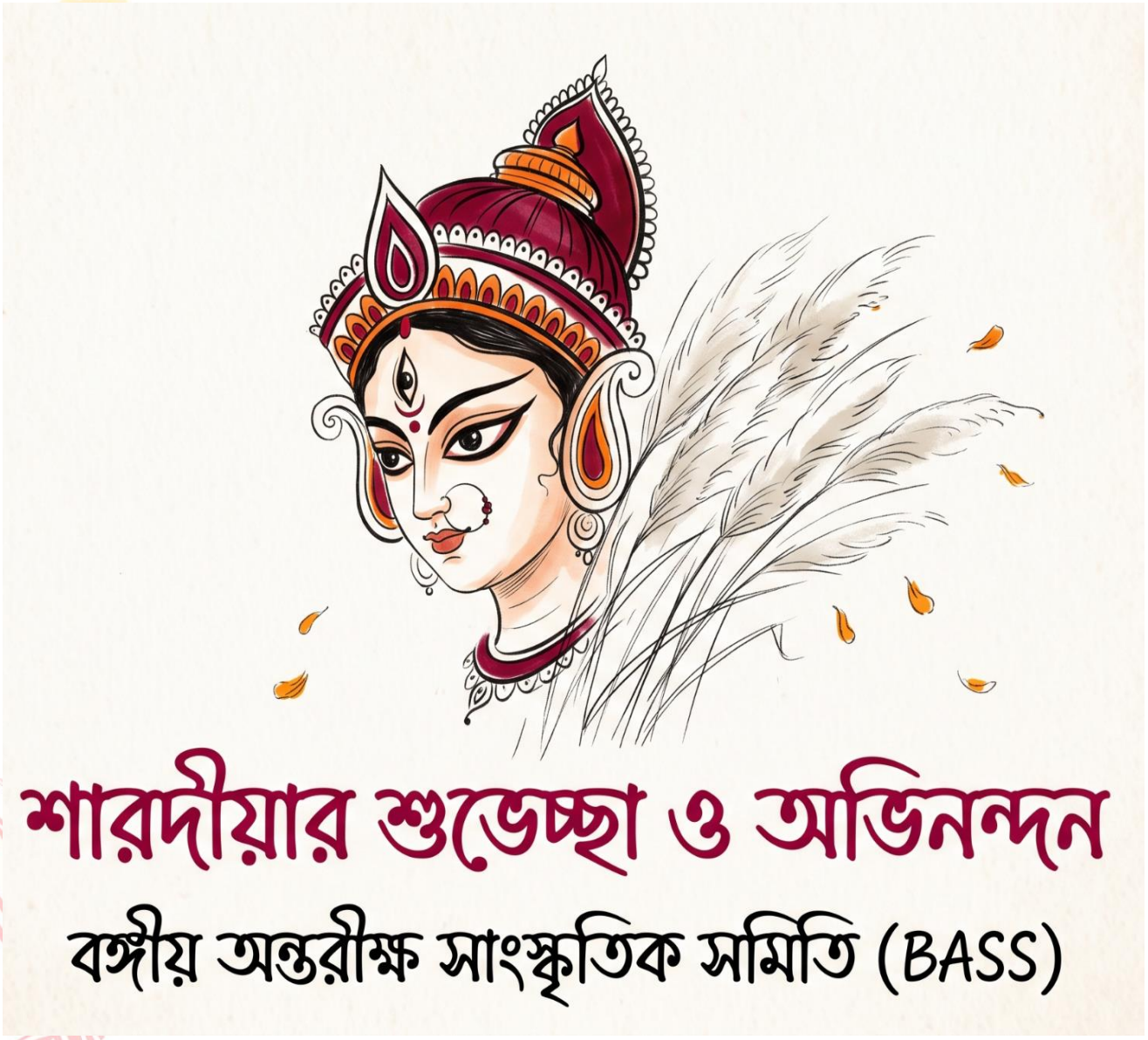
যারা স্বেচ্ছায় সরস্বতী নয়, শুধুই ভালো লক্ষ্মীই হতে চেয়েছিল

বিনা পারিশ্রমিকের কাজে, যোগ্য সম্মান কি পেয়েছিল?

প্রয়োজন পড়লে, বাড়ির মানুষ চোখে হারায়, সবটাই বুঝি,

মধ্য চল্লিশের আমি, আজ শুধুই উত্তরণের পথ খুঁজি_

আমি শুধুই উত্তরণের পথ খুঁজি....



নৈনী-রানীর স্মৃতি

ডঃ জলি ধর

পাহাড়ের বাঁকে, অর্ধচন্দ্রের আকারে,
নৈনীধাম থেকে চলেছে "নৈনী" তাল,
ব্যস্তবহূল মলরোড ও চিরশীতল
সবুজের ছায়ে, মিশেছে "মাল্লি" তাল।

নৈনিতাল শহর থেকে বাঁদিকে গেলেই,
রানিক্ষেতের পথেই স্থিত কাইচিধাম,
ভীমতাল পেরিয়ে, পাহাড়ি রাস্তায়,
রয়েছে মন্দির মুক্তেশ্বরধাম।
রানিক্ষেতের গোধূলি বেলায়,
যখন সূর্য ঢলে পাহাড়ের পিছে,
লালিমার ছটা শোভা বাড়াচ্ছিলো,
শ্বেতশুভ্র মেঘের মাঝে ।

কখনোবা সাদা বাদলের মাঝে,
কালো মেঘের লুকোচুরি,
একটু নীচে, স্তরে স্তরে পাহাড়ে,
ছিল বৈচিত্রময় রংবাহাড়ী ॥
সমতল থেকে অনেকদূরে,
টিলার গাঁয়ে ছোট্ট সব বাড়ি।
ধাপচাষের ক্ষেতে মিশেছে,
পাইন, ইউক্যালিপ্টাসের সারি॥
হঠাৎ দমকা হাওয়ায় এল বর্ষা,
আকাশে ভেসে এল বাদলা আবাস।

বৃষ্টিস্নাত, মেঘের চুম্বনের দোলায়,
ইউক্যালিপ্টাস ছড়াল স্নিগ্ধ সুবাস॥
ভেসে এল পাইনের ফাঁকে ফাঁকে,
পাহাড়ি, রঙিন পাখির কলতান।
আঙ্গিনায় হাইড্রাজিয়ার শোভা,
আজও হয় নি ম্রিয়মান॥

‘চৌবাতিয়া’ বাগানে আপেল, প্লাম,
আখরোট, অ্যাপ্রিকটের সারি।
কী অপূর্ব ফলবাগানের শোভা,
আজও ভুলতে না পারি॥

‘জিমকর্বেটে’ জুটলো না বাঘ,
ছিল ভয়ংকর বিষাক্ত সাপ।
শোনা গেল হাতির গর্জন,
আর বুনোভালুর পায়ের ছাপ॥
ভেসে এল পাইনের ফাঁকে ফাঁকে,



পাহাড়ি, রঙিন পাখির কলতান।
আঙ্গিনায় হাইড্রাজিয়ার শোভা,
আজও হয় নি ম্রিয়মান॥

‘চৌবাতিয়া’ বাগানে আপেল, প্লাম,
আখরোট, অ্যাপ্রিকটের সারি।
কী অপূর্ব ফলবাগানের শোভা,
আজও ভুলতে না পারি॥

‘জিমকর্বেটে’ জুটলো না বাঘ,
ছিল ভয়ংকর বিষাক্ত সাপ।
শোনা গেল হাতির গর্জন,
আর বুনোভালুর পায়ের ছাপ॥



প্রবাসে বাঙালি-ভাষী

সঞ্চিতা সরকার (পাল)

গুজরাট রাজ্যে বেড়ে ওঠা বাঙালি ছেলে-মেয়েদের টুকরো টুকরো সংলাপ:

"ছাপ্পান্ন মানে কি?"

"বাবা দেখো আমি ঝাঁসীকা রানী বেনে গেছি"

"উফ বড্ড থাকান লাগছে"

" রিতুকে আমি দ্যাখেনি"

আমরা যারা বাংলার বাইরে থাকি এরকম সংলাপ আমাদের খুবই চেনা। যেসব ছেলে মেয়েরা বাংলার বাইরে জন্মায়, বড় হয়ে ওঠে তাদের মাতৃভাষা বাংলা হলেও তাদের প্রধান যোগাযোগের মাধ্যম বাংলা হয়ে উঠতে পারে না। বলাই বাহুল্য যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে তারা বেড়ে ওঠে সেখানকার প্রচলিত ভাষাই তাদের চিন্তা ভাবনা, তাদের ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে।

মাতৃভাষা এমন এক ভাষা যা কোন শিশু তার মা বাবা পরিবার থেকে স্বাভাবিকভাবেই প্রথম শেখে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় বাংলার বাইরে অন্য ভাষার দেশে অথবা রাজ্যে শিশুরা তাদের মাতৃভাষার তুলনায় সেই দেশের বা সেই রাজ্যের প্রাথমিক ভাষাতেই পারদর্শী হয়ে ওঠে এবং ধীরে ধীরে তাদের মাতৃভাষা কেবল বাড়ির ভাষাতেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়, প্রয়োজনের ভাষা হয়ে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গতে পরিণত হতে পারে না।



ভাষার উৎপত্তি 'প্রয়োজন' থেকেই তবে ভাষা কতটা চিরস্থায়ী হবে তা নির্ভর করে চর্চা, অভ্যাস আর ব্যবহারের উপর। অনভ্যাসে বড়রাও মাতৃভাষা বিস্মৃত হয়ে যায়। কর্মসূত্রে যারা প্রবাসে থাকে দিনের

অধিকাংশ সময় যখন অন্য ভাষাতে কথা বলতে হয়, লিখতে হয়, শুনতে হয় তখন মাতৃভাষায় দখল বজায় রাখতে গেলে বড়দেরও অতিরিক্ত যত্নশীল হতে হয়। এমন পরিস্থিতিতে প্রবাসে বাঙালি ছেলে মেয়েদেরকে বাংলা শেখানো বেশ কঠিন। যেহেতু বাংলা তাদের বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে থাকে না তাই নিয়ম করে বাংলা পড়া বা লেখার তাগিদ তারা পায় না। বাংলা শব্দ, বাংলা কবিতা, বাংলা গান এসবের প্রতি কতটা তারা আকর্ষিত হবে তা নির্ভর করে তাদের ঘরে এসবের সাথে সে কতটা পরিচিত হতে পারছে, ব্যস্ত জীবনে যেখানে চাকরিরত বা-মায়ের সাথে ছেলে মেয়ের দিনান্তে সময় কাটানোর সময় বের করাই চ্যালেঞ্জ সেখানে দিনের শেষে নিয়ম করে বাংলা চর্চা কেবল কঠিন নয় অকল্পনীয়।

তাহলে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন কেমন করে করা যেতে পারে কি উপায় শিশুর মধ্যে বাংলার প্রতি কৌতুহল উদ্রেক করানো যেতে পারে কেমন করে বাংলা শেখার প্রতি অনাহার দূরীকরণ করা যেতে পারে। সবচেয়ে প্রথমে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত বাংলায় কথা বলাতে উৎসাহ দিতে হবে।তাদের ভুল বলাতে হাসলে চলবে না। কিভাবে শব্দগুলো তাদের অভিধানে যুক্ত করা যায় তার উপায় বের করতে হবে। ছোট থেকে বাংলার জন্য তাদের মধ্যে ভালোবাসা তৈরি করতে পারলেই তারা নিজে থেকেই বাংলা পড়তে র লিখতে চেষ্টা করবে । সর্বোপরি পরিবারে অধিকতর বাংলায় কথোপকথন, বাংলা গান কবিতার সাথে সাথে বাংলার সিনেমা দেখানো, বাংলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ানো, বাংলা শব্দের সুডোকু খেলা, বাংলায় মনীষীদের ছেলেবেলার গল্প শোনানো এসবের মধ্যে দিয়েই বাংলার প্রতি আগ্রহ তৈরি হতে পারে। নতুন এক বিষয় হিসেবে বাংলা অভ্যাস করানো নয় , বরং গল্প, খেলা, বিনোদনের মাধ্যমে বাংলাকে ব্যবহার করতে শেখানো।

পরিশেষে বলা যায় বাংলা ভাষা বাঙ্গালীদের শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয় এই ভাষার সাথে জড়িয়ে আছে আমাদের শিকড়, স্মৃতি, সংস্কৃতি এবং আত্মপরিচয় । অন্য ভাষার সাথে সাথে বাংলা ভাষার প্রতি ভালবাসা বাংলাকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ করে তুলতে পারলেই প্রবাসের মাটিতে বাংলা তার শিকড় হারাবে না বরং নতুন প্রজন্মের কন্ঠে নতুন ভাবে বেঁচে থাকবে।



হাফ বাঙালি

সস্মিতা চৌরাসিয়া

"তুমি তো হাফ বাঙালি" | এই শুনে মনে হয়ে বোধহয় আমার মা কিংবা বাবা বাঙালি| না হলে আমি বাঙালি, আর বিয়ে হয়েছে নন-বাঙ্গালী র সঙ্গে| কিন্তু এই কিছু ই সত্যি নয় | তাই ভাবলাম, যাক "দিগন্ত" দিয়ে এই confusion দূর করে দিলেই বাঁচি| কয়েক জন তো পড়বে নিশ্চই| আমি জন্মস্থান নিয়ে পুরো ওড়িয়া| আমার বাবা মা ও ওড়িয়া| স্বামী নন-ওডিয়া বটে, কিন্তু বাঙালি নয়| তাহলে তো equation টা বোঝা যাচ্ছে না, কি আমি হাফ বাঙালি কি করে?

এটা বোঝাতে গেলে আমাকে অনেক পেছনে যেতে হবে| আমি আমার মা থেকে শুরু করি| ও ছিলেন বালেশ্বরের মেয়ে| ওডিশা আর বেঙ্গল বর্ডার| খাবার দাবার থেকে শুরু করে শাড়ি, শাঁখা, জামা কাপড় সবতেই বাংলার ছাপ| ওই মাছ সরষে বাটা দিয়ে, আলু পোস্ত, মুড়ি ঘন্ট, পান্তা ভাত, আলু সেদ্ধ আর ভাতে ঘি আর অনেক কিছু| আমার মা ছিলেন জমিদার পরিবারের | ওনার বাড়ি টা তে যখন গেছি মনে হয়ে যেমনি বিমল মিত্রের বই "সাহেব বিবি গোলাম" বা "কড়ি দিয়ে কিনলাম" বইটা ই পড়ছি| ওই কলা, নারকেলের গাছ, চারদিকে পুকুর আর পুকুরে মাছ| অনেক টা মেল ছিলো বাঙালি বাড়ির সঙ্গে| দিদার ওই সাদা গরদের শাড়ি, মুখে পান আর শাড়ি তে এক গুছানো চাবি| আমার দিদা যে কি সুন্দর বাংলা গান গাইতেন|

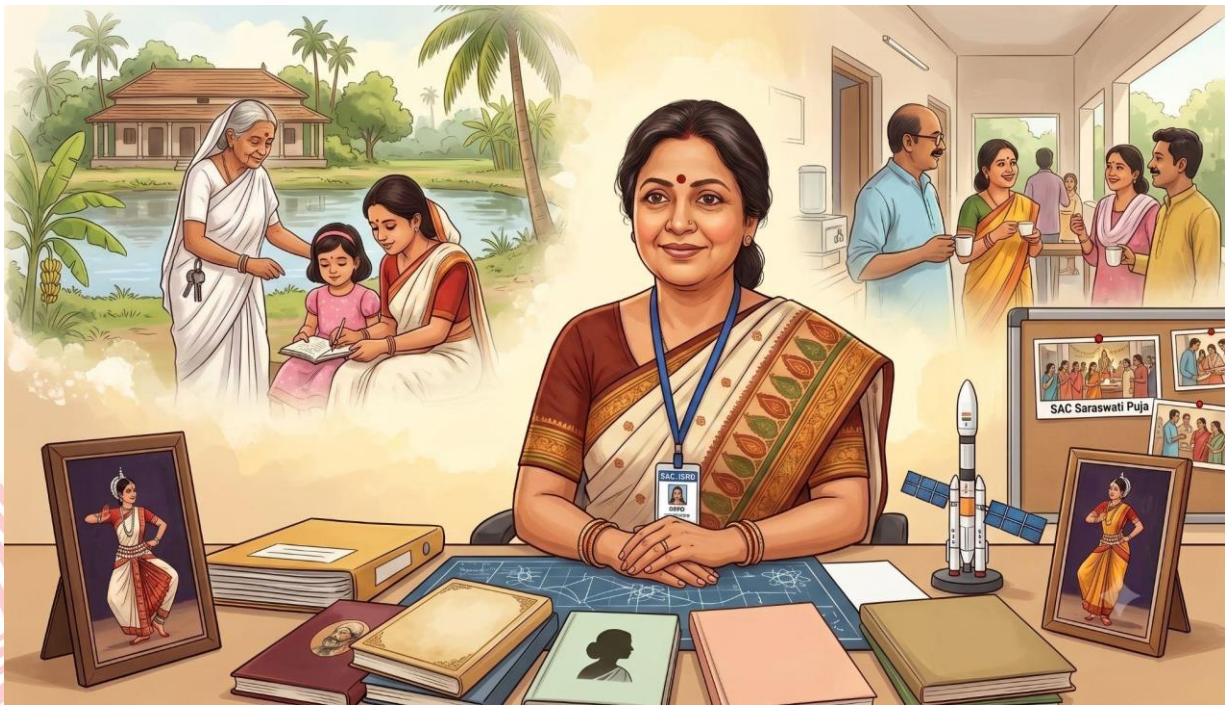
মা আমার ছিলেন ওর বাবা মায়ের তৃতীয় সন্তান| মা বলতেন তৃতীয় সন্তান না কি অনেক গুণি হয়ে| ওটা তো জানিনা, কিন্তু মা নিজের ভাই বোন থেকে ছিলেন পুরো আলাদা| ওই গ্রাম থেকে বেরিয়ে Revenshaw কলেজ এ পড়াশোনা করলেন| পড়ার জন্য খুব আগ্রহী হবার সঙ্গে সঙ্গে পাড়া বই ছাড়া ও গল্পের বই পাড়ার শখ ছিল | তাই যে শুদু ওড়িয়া বা ইংলিশ বই পড়তেন তা নয়, বাংলা বই ও পড়তেন|

বাড়িতে অনেক বাংলা বই দেখেছি ছোট বেলা থেকে| মা থেকে ওই বই পাড়ার সক টা আমার কাছে বংশানুক্রমে এসেছিল|আমার সব ভাই আর আমাকে মা কখনো বারণ করেননি গল্পের বই আর উপন্যাস পড়তে| কিন্তু সব ভাই ছেড়ে আমার একটু বেশি টান রইলো গল্প , কবিতা আর উপন্যাস নিয়ে| বাড়িতে অনেক বই, মায়ের জন্য উপন্যাস, ত ছোট বেলা তে আমাদের জন্য বাচ্চাদের বই| যখন বড় হয়েছি সেই হিসাবে বাড়ি তে বয়েস উপযোগী বই কেনা হয়েছে | আমি ওড়িয়া, ইংলিশ আর হিন্দি সব বই ই পড়তাম|

আমার মনে আছে তখন আমি 12th পাস করেছি| আমরা কলোনি তে থাকতাম | আর আমার পাসের বাড়ি তে যে দিদি ছিলেন ওনার থেকে মাঝে মাঝে কিছু হিন্দি বই নিয়ে পড়া শুরু করলাম| ও গুলো হিন্দি ক্লাসিক নয় এমনি যে বই ছিল! পরে কিন্তু আমার মন খারাপ হয়ে, ভালো লাগতো না ও বই গুলো| আমার মা কিন্তু আমার সঙ্গে খুব ফ্রি ছিলেন| ওনার থেকে আমি কিছু লুকাতাম না| এক দিন মা কে বললাম "ইংলিশ নভেল গুলো তো ভালো লাগে মা, কিন্তু এই যে চালু হিন্দি বই গুলো পড়ছি আমার ভালো লাগছে না"| তখন মা বললেন তুমি একটা কাজ কারো "বাংলা পড়তে শুরু করো"| তারপর শুরু হলো যাকে বলে বাংলা নিয়ে আমার হাতে খড়ি |

বাড়িতে একটা ট্রি ভাষী বর্ণমালা র বই ছিলো | ওটা কে সঙ্গে নিয়ে পড়তে শুরু করলাম| আমার প্রথম বাংলা বই বিমল মিত্রে র "নিবেদন ইতি"| প্রথম পাতা আর্ধেক ই ছিল | ওই আর্ধেক পাতা পড়তে আমার লেগেছিলো 4 দিন| তার পর পুরো বই টা শেষ করলাম 1 দিনে| ওর পরে যেমনি নেশা লেগে গেলো| যে কলেজ তে আমি পড়তাম ওখানে ও বাংলা বই র অনেক কালেকশন ছিল| শরত চন্দ্র, বিমল মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, শঙ্কর আরও অনেক নামি লেখক দের বই| আমার এমনি নেশা লেগেছিলো যে দুটো ক্লাসের ভেতরে যদি এক পিরিয়ড গ্যাপ হয়ে তখন ও বই পড়ছি| এমনি ও হয়েছে আমার বন্ধুরা চিন্তাতে পড়েছে, সব সময় ই বাংলা বই পড়ছি, এই ভাবে গ্রাডুয়েশন টা কমপ্লিট করতে পারবি কি না? আজ যে ইসরো তে scientist আছি, তারমানে নিশ্চয় গ্রাডুয়েশন টা করেছি| শুধু গ্রাডুয়েশন কেনো পরে, মাস্টার্স আর PhD করে ইসরো জয়েনও করলাম আজ থেকে 26 বছর আগে| তার পর বাংলা নিয়ে আমার দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু|

জয়েন করলাম মাইতি দা র সঙ্গে | এক ই ইন্টারভিউ, এক ই পোস্ট আর কোয়াটার ও মুখোমুখি| আমার তখন বিয়ে হয়েনি | আর মাইতি দা পুরো সংসার নিয়ে আমার সামনে র বাড়ি তে থাকতেন| হাঁসি দি আর ইচ্ছা কে নিয়ে| আমি ইচ্ছা র মাসি হয়ে গেলাম| হাঁসি দি তখন হিন্দি তে একটু কাঁচা ছিলেন| উনি হয়ত কোনো ভাবে জানতে পারেন যে আমি বাংলা বুঝি| তাই এক দিন আমাকে ডেকে বললেন, "তুমি যদি আমার সঙ্গে বাংলা তে কথা বলতে, আমার একটু সুবিধে হতো, আমার গ্রামে র মতন লাগতো"| আমি একটু মুশকিলে পড়লাম| তবু ও শুরু করলাম | ধীরে ধীরে আমার fluency ও একটু একটু বাড়তে লাগলো | মাইতি দা তো আমার সঙ্গে বাংলা তেই কথা বলতেন| এর ছাড়া অফিস ল্যাব তে ছিলো, ইন্দ্রানী, দীপান্বিতা, গার্গী আর চৈতালী| খুব জমে গেছিলো আমাদের বান্ধুত্ব| সবাই আমার থেকে একটু একটু ছোট হলেও মেয়েদের কি গল্প করতে বয়েসে র বাধা থাকে? কয়েক সময় আমরা বাংলা কে কোড language করে কথা বলতাম অন্য কেউ থাকলে |



পাঁচ বছর main ক্যাম্পাস তার পর আমার বোপালে ট্রান্সফার | যার সঙ্গে ট্রান্সফার হলো সে ছিলো বিপাশা, আবার বাঙালি | আমরা এক ই রুম এ বসতাম | বোপালে গিয়ে কোড language ভেবে যখন বাংলা শুরু করি তখন দেখতাম কেউ না কেউ আছেন কাছাকাছি | এই যে পাল স্যার, অভিজিৎ সরকার স্যার, সুজিত বাসু স্যার .....|

SAC এর বাঙ্গালী সবাই মিলে সরস্বতী পুজো করতেন | আমিও যেতাম সেখানে | আমার মেয়ে কে তখন সুচন্দ্রা odishi করতে বলেছিলো পুজোর clutural প্রোগ্রাম তে| ওই যে আমার SAC বাঙালি দের সঙ্গে আলাপ শুরু হলো আজ ও সেই সম্পর্ক যেমনি বেড়ে উঠেছে ওদের আদার দিয়ে আর আমি হয়ে গেছি "**হাফ বাঙালি**"|



আজ কি তিথি

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকাল কোথাও যাওয়ার আগে কেউ পাঁজি দেখে না। কিন্তু পূজোর সময় পাঁজির খোঁজ পড়ে। কখন সন্ধিপূজোর অঞ্জলি দিতে হবে - কতক্ষণ উপোস এসব জানা দরকার। অবশ্য পুরুত মশাইরাই পাঁজি দেখে সময় ঠিক করে দেন। বিপদ হয় তিথি নিয়ে। এক এক পাঁজির এক এক রকম মত। কোনটা যে ঠিক তা কি করে জানব? এইবারের পূজোতেই তো কোনো পাঁজিতে দুদিন ষষ্ঠী, আবার কোনো পাঁজিতে দুদিন সপ্তমী! কোনটা ঠিক? কোনটা মানব?

নানা মুনির নানা মত। সূর্যোদয় নিয়েই কত রকম মত। সকালে সূর্য পুরোপুরি উঠতে দু মিনিটের বেশী সময় লাগে। কারো মতে সূর্যের মাথা দেখা গেলেই সূর্যোদয় হল, কারো মতে সূর্যের মাঝখানটা উঠলে সূর্যোদয় হল, আবার কেউ বলে সূর্য পুরোপুরি উঠলে সূর্যোদয় হল। তাই নানা পাঁজিতে সূর্যোদয়ের সময় আলাদা হয়ে যায়।

আবার তিথি নিয়েও সমস্যা। হিন্দু মতে, সূর্যোদয়ের সময় যে তিথি থাকে সেই দিন ঐ তিথি বলা হয়। তিথি হল চাঁদের দিন। আমরা দিন বলতে যা বুঝি তা হল একবার সূর্যোদয় থেকে পরের সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়। চাঁদের দিন কিন্তু চন্দ্রোদয় দিয়ে শুরু হয় না। চাঁদের একমাসকে তিরিশ দিয়ে ভাগ করে বার করা হয় চাঁদের একদিন।



এক অমাবস্যার শেষ থেকে পরের অমাবস্যার শেষ পর্যন্ত হল চাঁদের এক মাস। অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত পনেরটা তিথি আর পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত পনেরটা তিথি, মোট তিরিশটা তিথিতে চাঁদের এক মাস। এক মাসে চাঁদ পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে। মানে circular পথে পৃথিবীকে মাঝখানে রেখে চাঁদ একমাসে 360 ডিগ্রি ঘোরে। তাহলে চাঁদ একদিনে 360 / 30 =12 ডিগ্রি যায়। তাই তিরিশটা 12 ডিগ্রিতে চাঁদের একমাস। এক একটা 12 ডিগ্রি যেতে চাঁদের যা সময় লাগে তাকে বলে চাঁদের দিন বা তিথি। আজকের তিথি হল আজ এখানে সূর্যোদয়ের সময়ে চাঁদ গত অমাবস্যার পরে কত নম্বর 12 ডিগ্রিতে আছে। প্রথম 12 ডিগ্রির মধ্যে থাকলে প্রতিপদ, দ্বিতীয় 12 ডিগ্রির মধ্যে থাকলে দ্বিতীয়া। এইরকম করে 15 নম্বর 12 ডিগ্রিতে পূর্ণিমা। এই 15 দিনকে বলা হয় শুক্লপক্ষ। 16 নম্বর 12 ডিগ্রির পর আবার প্রতিপদ থেকে গোনা শুরু। 30 নম্বর 12 ডিগ্রি হল অমাবস্যা। এই পরের 15 দিনকে বলা হয় কৃষ্ণপক্ষ।

এই সব হিসেব চালু হয়েছিল প্রায় 1500 বছর আগে আর্যভট্টর সময়ে। বইটার নাম সূর্যসিদ্ধান্ত। কিন্তু গত ৪০০ বছর আগে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করলেন চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে circular নয়, elliptical পথে ঘোরে। তার মানে চাঁদ কখনও পৃথিবীর কাছে আসে আবার কখনও পৃথিবীর থেকে দূরে যায়। পৃথিবীর কাছে এলে চাঁদের গতি বেড়ে যায় আর দূরে গেলে চাঁদের গতি কমে যায়। এর ফলে সব 12 ডিগ্রিতে চাঁদের গতি সমান নয়। কোনো তিথি বেশীক্ষণ থাকে, কোনো তিথি কম। কিছু জ্যোতিষী এই আধুনিক হিসেবে পাঁজি চালু করলেন। নাম দিলেন দৃকসিদ্ধান্ত বা বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত। প্রাচীনপন্থিরা সূর্যসিদ্ধান্তকে ধরে রইলেন। এই নিয়ে গণ্ডগোল। বাংলায় এই রকম নানা পাঁজির চল আছে। তাই পুজো করার সময়ের তফাৎ হয়ে যায়। কিন্তু মা দূর্গা ভক্তিভরে করা সব সন্তানের পুজোই হাসিমুখে গ্রহণ করেন।



The Cosmic Tapestry: Light, Time, and *Agamani…..where the Wondrous Science meets the Magnificent Literature*

Mistimita Arup Roy Chowdhury

When Kobiguru Robindranath Thakur gazed up at the night sky and penned the timeless lines:

"আকাশ ভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান…"

(The sky is full of the sun and stars, the universe full of life—and amidst it all, I have found my place...)

He was not merely expressing poetic wonder; he was describing humanity's fundamental connection to the cosmos. Long before modern astrophysics mapped the outer reaches of the universe, Bengal's literary masters instinctively understood that human existence is woven into the very fabric of space, time, and starlight. As the autumn sky clears and the *kash* flowers sway in the breeze, we find that the spirit of ***Agamani***—the arrival of our Divine Mother carrying light into darkness—serves as a striking allegory for humanity's eternal quest to explore the cosmic horizon. Tagore's celebration of the illuminated autumn morning captures this magical awakening perfectly:

"আজি কি তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে!
হে মাত বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।"

Light is the ultimate messenger of both science and literature. In physics, light travels across vast light-years, bearing news of distant galaxies, extinct stars, and cosmic origins. In our culture, light signals the dawn of ***Mahalaya*** and the homecoming of Maa Durga, banishing darkness and entropy. When we look at the cosmic microwave background radiation—the lingering warmth of the Big Bang—we are looking back through deep time, much like how the nostalgic autumn air of *Sharad* and shiuli flowers bring memory and time together in a singular moment of arrival.

".....শুধু যখন আশ্বিনেতে
ভোরে শিউলিবনে
শিশির-ভেজা হাওয়া বেয়ে
ফুলের গন্ধ আসে,
তখন কেন মায়ের কথা
আমার মনে ভাসে?
কবে বুঝি আনত মা সেই
ফুলের সাজি বয়ে,
পুজোর গন্ধ আসে যে তাই
মায়ের গন্ধ হয়ে।"

This very moment is captured by Kazi Nazrul Islam as well:

"এলো মা উমা আলো করে ঘর,
মুছে যাক যত আঁধার-অমানিশা,
জাগুক পরাণে নতুন আশা, নতুন দিশা।"

Sir Jagadish Chandra Bose, a pioneer who seamlessly united scientific inquiry with philosophical depth, understood that nature speaks a unified language, whether through electromagnetic waves or artistic expression. Satyajit Ray's Professor Shonku later captured this exact blend of Bengali intellectual curiosity and speculative science, carrying our imaginations beyond Earth's atmosphere. This harmonious union of light, time, and creation echoes vividly in Sukanta Bhattacharya's poem *Prarthana*:

"হে সূর্য! তুমি আমাদের ধরিত্রীকে উত্তপ্ত করো,
আমাদের আলো দাও, তাপ দাও...
আমরা যেন অন্ধকারের বুক চিরে আলোর দিকে যাত্রা করতে পারি।"



Albert Einstein's ground-breaking theories of relativity fundamentally reshaped how we understand this cosmic weave. Einstein demonstrated that light is the cosmic speed limit—an unyielding constant—while time itself is fluid, stretching and warping under the influence of gravity and velocity. In this light-bound universe, when we gaze into deep space, we are quite literally looking back in time, observing stars as they existed millions of years ago. This scientific truth mirrors the poetic spirit of ***Agamani***: just as starlight travels across space-time to reach our eyes today, the timeless traditions, memories, and light of Durga Puja travel through generations,

connecting our past to our present in an interconnected space-time of culture and universe. Even the seasonal transition mirrors this subtle cosmic balance, as Premendra Mitra delightfully penned:

"বর্ষা করে যাব, যাব, শীত এখনও দূর,
এরই মধ্যে মিঠে কিন্তু হয়েছে রোদ্দুর!
মেঘগুলো সব দূর আকাশে পারছে না ঠিক বুঝতে,
ঝরবে, নাকি যাবে উড়ে অন্য কোথাও খুঁজতে!"

It is precisely this brilliant synthesis that makes the Bangiya Antariksha Sanskritik Samiti (BASS) such a visionary platform. As BASS celebrates its 2nd year of Durga Puja, it continues to carve out a singular niche by uniting the warmth of Bengali cultural roots with the vast, forward-looking spirit of space exploration and scientific inquiry. By encouraging us to look past our immediate horizons and marvel at the universe through both a cultural and scientific lens, BASS inspires a unique intellectual and creative brotherhood—one where ancient traditions and modern space science walk hand in hand.

As we celebrate Durga Puja with our eyes set on the stars, we carry forward a heritage that sees no boundary between scientific truth and artistic beauty. The journey of space exploration is humanity's ultimate *Agamani*—a continuous march out of darkness, guided by curiosity, bound by light, and forever weaving our story into the vast cosmic tapestry.



Night Gazing: *Where Curiosity meets the Infinite*

Indranil Misra



Since childhood, the night sky has always fascinated me. On a clear evening, when daylight slowly fades and the first stars begin to appear, I often find myself looking upward. The twinkling stars, the changing phases of the Moon, and the occasional bright planet create a world that seems both familiar and mysterious. For a few moments, the noise of everyday life disappears, and the mind begins to travel far beyond the boundaries of Earth. Perhaps that is the true beauty of **night gazing**. We may be standing quietly on a terrace, in a field, beside a window, or under an open sky, but our imagination can travel millions and billions of kilometres away. As a child, I did not know much about astronomy. I could not identify most of the stars, nor did I understand why some celestial objects twinkled while others appeared to shine steadily. Yet that lack of knowledge made the sky even more exciting. Every bright point seemed to carry a question. How far away is that star? Is there another world around it? Why does the Moon change its shape? Why do some stars appear only during certain seasons? Does the universe have an end? And, perhaps the most fascinating question of all—**are we alone?** The night sky was therefore more than something beautiful to look at. It was a gigantic book of unanswered questions.

1. The Moon – Our First Companion

For most of us, the Moon is probably the first celestial object that attracts our attention. Unlike the distant stars, the Moon feels almost personal. We watch it change from a thin crescent into a brilliant full Moon and then gradually disappear again. Sometimes it rises early in the evening; at other times it appears much later. Its soft light has inspired poets, artists, travellers and scientists for centuries. As children, we may imagine shapes, faces and stories on its surface. As we grow older, those childhood images gradually give way to scientific curiosity. The dark and bright patches become lunar plains, mountains and craters. We begin to understand that the Moon is not producing its own light but reflecting sunlight. Yet scientific understanding does not destroy its beauty. In fact, it makes the Moon even more remarkable.



When I look at it today, I sometimes think about the extraordinary journey of human exploration—from observing the Moon with the naked eye to sending spacecraft around it, landing instruments on its surface and examining its composition. India too has become an important participant in this journey through the **Chandrayaan missions**. The Moon that once inspired childhood imagination has therefore also become a destination for science and exploration.

2. Stars – Windows into the Past

Stars create an even deeper sense of wonder. On a dark, clear night away from city lights, hundreds or even thousands of stars can become visible. Some appear bright, others faint. Some seem white,

while others show subtle shades of blue, yellow or reddish orange. But one fact about stargazing remains particularly fascinating: **when we look into space, we are also looking into the past.** Light does not reach us instantaneously. It takes time to travel across the enormous distances of the universe. Moonlight reaches Earth in a little over a second, while sunlight takes about eight minutes. Light from other stars may take years, hundreds of years or much longer to reach us. Therefore, the star we see tonight is not exactly the star as it exists at this moment. We are seeing it as it was when its light began its journey towards Earth. The night sky is, in a sense, a natural time machine. This idea completely changes the experience of looking upward. Those tiny points of light are no longer merely decorations scattered across a dark background. Each represents an enormous celestial body, separated from us by distances that are difficult to imagine.

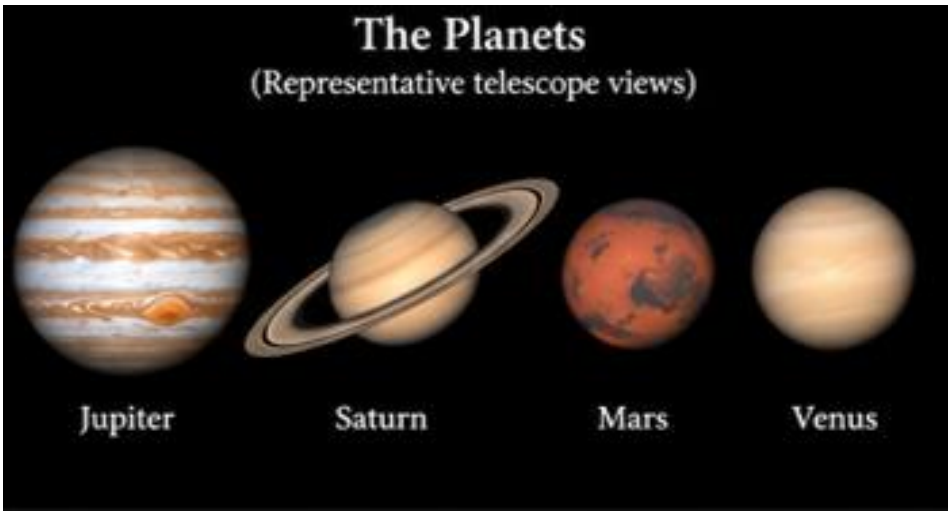
3. Finding Patterns in the Darkness



Human beings have always tried to bring order to the apparently random arrangement of stars. Different civilizations connected bright stars into imaginary patterns and created constellations. These patterns became associated with mythology, seasons, navigation and cultural traditions. Finding a familiar constellation like Big Dipper in the sky gives a special satisfaction. Once recognised, the pattern seems obvious, although moments earlier the same stars may have appeared completely unrelated. This is one of the pleasures of night gazing: **the more carefully we observe, the more the sky begins to reveal itself.** With time, one learns that the night sky is not static. The visible constellations change through the night and across seasons because of Earth's

rotation and its journey around the Sun. The sky thus becomes a celestial calendar and clock, silently marking the passage of time.

4. The Planet among the Stars



Then there are the planets. To an inexperienced observer, a bright planet may initially look like another star. But with some familiarity, differences become noticeable. Planets generally shine more steadily than stars and gradually change their positions against the stellar background. Seeing Jupiter, Saturn, Venus or Mars with one's own eyes creates a different feeling from simply seeing their photographs. A modest telescope can transform that experience dramatically. The first sight of Jupiter with its bright moons can be unforgettable. Saturn is even more astonishing. We have seen its rings countless times in books and photographs, yet seeing that tiny ringed world directly through a telescope somehow makes it real. At that moment, Saturn is no longer merely an image on a screen. **It is actually there.**

5. From Wonder to Science

One of the greatest gifts of night gazing is that curiosity naturally leads towards science. A simple question—"Why do stars twinkle?"—takes us towards atmospheric physics. Asking why the Moon has phases introduces us to orbital geometry. Wondering why planets move differently from stars leads towards celestial mechanics. Questions about the colours of stars open the door to temperature, spectroscopy and stellar evolution. And soon the questions become larger.

How are stars born?

What happens when they die?

How do galaxies form?

What are black holes?

What are dark matter and dark energy?

Could planets around distant stars support life?

A child looking at the sky may not know these terms, but the foundation of scientific inquiry is already present in a very simple word:

Why?

That is why astronomy has such a special ability to inspire young minds. It begins with observation, but it quickly connects physics, mathematics, chemistry, engineering, computing and imagination.

6. When Space becomes a Profession

There is something particularly meaningful about retaining this childhood fascination while working in the field of space science and technology. The objects that once appeared only as mysterious lights in the sky become connected with satellites, sensors, spacecraft, planetary exploration and scientific measurements. Space is no longer only something to admire from below; it becomes something humanity actively explores. Yet professional knowledge does not necessarily reduce the wonder. Sometimes it does exactly the opposite.

The more we understand about the scale of the universe, the more extraordinary it appears. Earth, which seems enormous in everyday life, becomes a tiny planet orbiting an ordinary star. Our Sun is one among hundreds of billions of stars in the Milky Way, and our galaxy itself is only one among an immense number of galaxies. Such scales are almost impossible for the human mind to comprehend fully. And yet, from this tiny planet, human beings have developed instruments capable of observing distant galaxies, detecting planets around other stars, exploring neighbouring worlds and sending spacecraft across the Solar System. That contrast—the smallness of humanity and the enormous reach of human curiosity—is perhaps one of the most inspiring aspects of space exploration.

7. A Sky We are Losing



There is, however, another reason why we should value night gazing. For many people living in cities, a truly dark sky has become increasingly difficult to experience. Artificial illumination creates **light pollution**, washing out faint stars and leaving only the brightest objects visible. A child growing up under heavily illuminated urban skies may never see the Milky Way with the naked eye. That is a quiet loss. Dark skies are not only important for professional astronomy; they are part of our natural environment and cultural heritage. Experiencing a sky filled with stars reminds us that nature extends far beyond the landscapes we see during daylight. Whenever possible, travelling away from city lights and spending some time beneath a genuinely dark sky can therefore be a remarkable experience. No sophisticated equipment is necessary. The naked eye itself is an excellent astronomical instrument. Sometimes all that is required is patience—and the willingness to look upward.

8. Between Ma Durga and the Cosmos

There is something especially beautiful about contemplating the sky during **Sharad**, the season associated so deeply with Durga Puja. The clear autumn sky, *kash* flowers, festive lights and anticipation of Maa Durga's arrival create a distinctive atmosphere. For Bengalis, these are not

merely seasonal signs; they carry memories, emotions and a sense of belonging. And above all these celebrations remains the same vast sky.



In a community like **Bangiya Antariksha Sanskritik Samiti (BASS)**, the connection becomes particularly meaningful. Bengali culture and space exploration may initially seem like two very different worlds—one rooted in tradition and the other reaching towards the future. Yet both are driven, in different ways, by imagination. Our traditions tell us where we come from. Science encourages us to ask where we can go. Perhaps **Diganta—"the horizon"**—beautifully represents the meeting point of these two ideas. A horizon appears to mark a boundary, but whenever we move towards it, it moves farther away. Knowledge behaves similarly. Every discovery answers some questions while revealing many new ones.

9. Keep Looking Up

Even today, whenever I find a clear night sky, I feel something of that childhood excitement returning. I may know more about stars, planets and spacecraft than I did then, but the fundamental questions remain. The universe is still overwhelmingly vast, mysterious and beautiful. Night gazing teaches us something beyond astronomy. It teaches patience because the sky reveals

itself slowly. It teaches humility because we realise how small our world is. It encourages curiosity because every answer leads to another question. And above all, it reminds us to wonder. In our busy lives, perhaps we do not look upward often enough. So, on the next clear night, switch off the screen for a while. Step outside. Find the Moon. Search for a bright planet. Try to recognise a constellation. Or simply watch the stars. Somewhere among those countless points of light may be the beginning of a question. And sometimes, **a question born under the night sky can become the beginning of an entire journey.**




Silver Touch
TECHNOLOGIES

Festivals Seasons & Stars

Abhijit Sarkar

Before satellites, smartphones, and printed calendars, the night sky was the map. Certain stars and constellations appeared at particular times of the year, helping people recognize seasonal changes.

The Sun marked the day.

The Moon measured the month.

The seasons revealed the year.

But the seasons were never merely measurements of time. They were transformations of the living world. The first rain, the first flower, the ripening field, the golden harvest, the return of cold - all were signs that the Earth was moving through its eternal cycle. And humanity learned to celebrate that movement. Festivals grew from the seasons.

Spring arrived with the promise of renewal. Summer brought abundance and light. Autumn carried the harvest. Winter invited stillness and reflection. In every age and across every continent, people found ways to turn these changes in nature into songs, rituals, gatherings, and celebrations.

In India, the connection is woven deeply into the rhythm of the year. As the monsoon withdraws and autumn arrives, the landscape changes dramatically. The skies become clearer, the air begins to soften, and the Earth seems to emerge from the intensity of the rains. Durga Puja and Navaratri, among many other seasonal celebrations, become part of this great autumnal transition.

Different cultures have given different names to the turning of the year. Yet beneath those names lies something universal: the human desire to wonder at the change. The Sun is at the heart of this cycle. On the biggest stage of the universe, Festivals cannot be imagined without the Sun. Ancient civilisations tracked the solstice to understand seasonal rhythms essential to agriculture leading to social cohesion. Although modern societies moved far beyond prehistoric astronomy, solstice traditions continue to thrive across cultures blending ancient symbolism with contemporary festivities.

Makar Sankrati is a major Indian harvest festival in this category, celebrated with kite flying, holy dips in rivers, and thanksgiving, Lohri is a popular festival of North India, especially Punjab. It signifies the transition of the Sun and the arrival of longer warmer days. Harvesting of winter crops (Rabi), like wheat, sugarcane and mustard, are celebrated through folk songs and dances around a bonfire.

Chhath Puja is a popular festival celebrated by thanking Sun for sustaining life and energy on earth. The Chhath festival starts with sunset (Sandhya Argha), followed by Sunrise (Usha Argha), strengthening the belief that light will emerge after every spell of darkness. Interestingly, Chhath Puja does not include any idol worship or temple rituals. The devotees offer prayers to Sun God standing, partially immersed in the river.

It is fascinating to note that Iranians too celebrate the sunrise (Shab-e-Yalda) through family gettogether on the longest night of the winter solstice to celebrate the triumph of ancient Sun God over darkness by reading poetry and staying awake through sunrise. Pongal is a four-day South Indian harvest festival that thanks nature, the Sun God, and farm animals for a bountiful crop. The deep bond between humans and the environment is best displayed in the Festivals, celebrated by the tribals. The Sarhul Festival of eastern states of India is one such, which involves worshipping the Sal tree to honor mother Earth. It marks the spiritual marriage between the Earth and the Sun.

So much in common with the Polynesian Maori tribes from far away New Zealand. Maori festivals, most notably Matariki (the Maori New Year), directly link to nature by following environmental rhythms, seasonal shifts, and the appearance of specific Star clusters. Another rhythm was added by the Moon - the quiet traveller of the night. For centuries, people watched its silvery journey and measured their months by its changing face. Its appearances got woven into the calendars of civilisations. Perhaps, the Moon reminded humanity of something simple: that even in darkness, there can be light.



Sharad Purnima is an auspicious full moon celebration in India associated with changing seasons, harvest gratitude, and ritual river baths. Diwali, widely celebrated on the Amavasya or the No Moon day, marks the transition of autumn (sharad) moving into the winter season, the northern hemisphere experiencing rapidly shortening days and dropping temperatures. Interestingly, Vietnamese celebrate full moon festivals Hoi every month with colourful silk lanterns and the towns; lights being turned off. There are a host of festivals linked to the Moon, in Japan, Korea, China and Taiwan. Eid festivals are linked to sightings of the crescent of the Moon, as it signals the start of the Islamic calendar. Jewish New Year (Rosh Hashanah) too begins on the first new moon of autumn. The ancient Egyptians watched the bright star Sirius. Japan's Tanabata draws upon the stars Vega and Altair. The names of festivals may change from one country to another. Their music, prayers, and customs may be entirely different. But beneath them is an ancient human instinct: to look at the changing world, recognise our place within it, and celebrate. Perhaps that is why, even in an age of digital calendars, humanity still waits for the first spring flower, watches the harvest ripen, searches for the crescent Moon, looks toward the stars, and gathers together when the seasons turn. . . . . .

(This note is by far not intended to be an exhaustive essay on World Festivals. It only highlights a few elements of selected festivals, which aroused author's curiosity).



SPACENCE
Dependable. Beyond Boundaries

Your reliable partner for SPACE and DEFENCE systems development!!

Our Major Offerings

BSMS *Precise & Efficient Motion Delivered...*	**Turnkey Solutions for Ground Support Equipment's and Flight Model Systems**
BS Motion Systems (BSMS) - Our dedicated vertical for precision motion solutions... Linear-Rotary Actuators/Stages 2 Axis / 3 Axis / N-Axis motion Nanometre resolution positioning Gantry Robots End of Line Automation Industrial Pick & Place Solutions	Containers, Handling & Integration Fixtures ***Comprehensive*** solutions for all major domains – Thermal, Structural, Vibration, Mechanisms, T&E, R&D, Optical, RF/Antenna, Quantum You Design – *We Realize, Integrate, Test, Ship, Install – Complete Campaign Mode 24 x 7*

Other Services

Built to Print | Flight Model Systems Design Services | Material Sourcing | R&D

Reach us @

SPACENCE SYSTEMS PVT. LTD.

Changodar, Ahmedabad – Gujarat – 382213 | Email - info@spacence.com | 6359180439

Baralacha Pass – As I saw it

Agrat Chakraborty

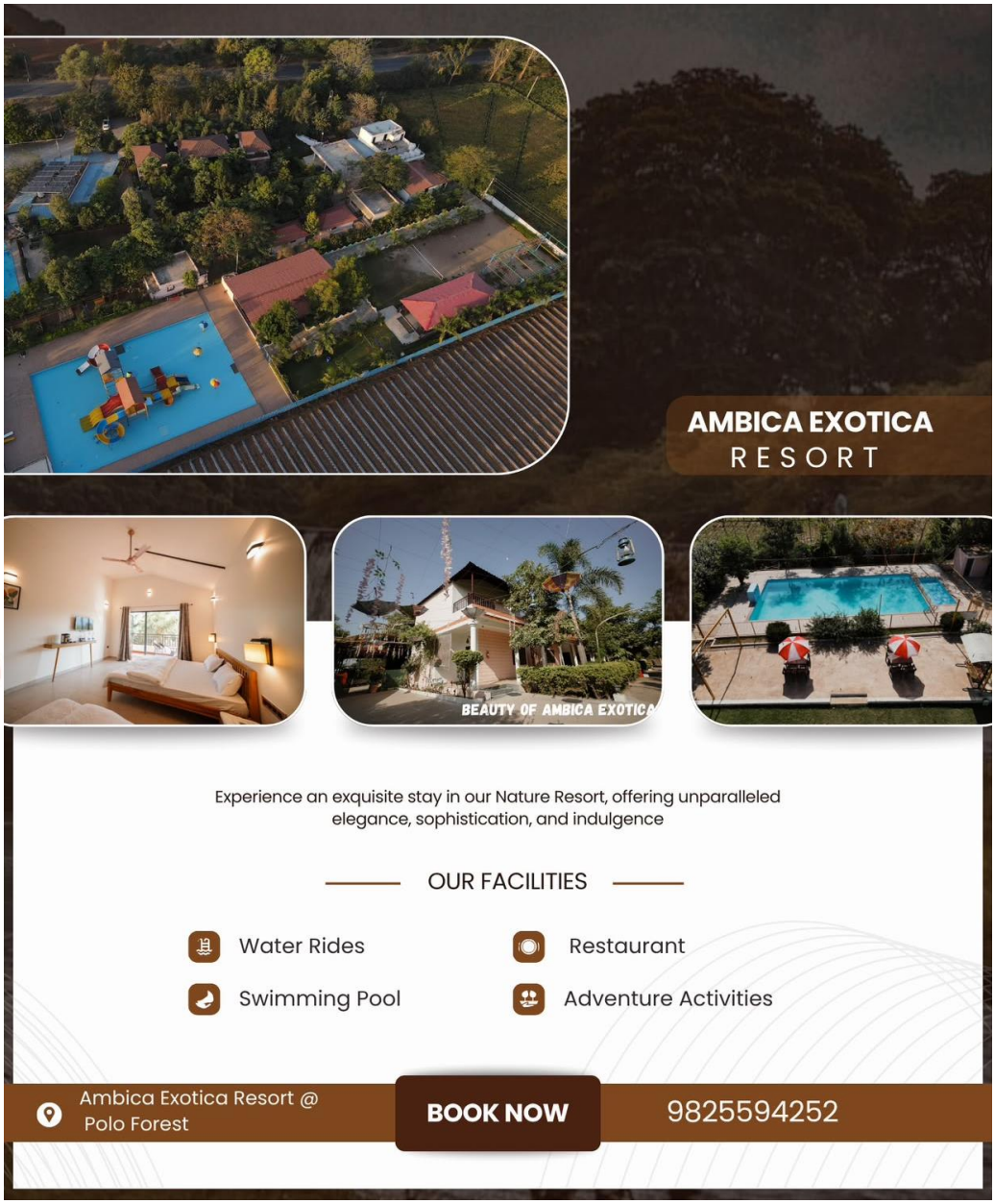
At 16,040 feet (~4889 m) above sea level, the air does not just feel cold—it feels thin, sharp, and intensely alive. As we wound up the treacherous, debris-strewn bends of the Leh-Manali Highway, the roar of the engine was the only sound challenging the immense, crushing silence of the surrounding peaks. This was our introduction to Baralacha Pass, a legendary mountain gateway in the Zanskar range where three distinct valleys meet. Known historically as the "pass with crossroads on its summit," it is a place where asphalt gives way to loose gravel, and travellers are pushed to their absolute limits. Crossing this formidable Himalayan pass ultimately taught us that true adventure is not about reaching a comfortable destination, but about finding a rare sense of peace within a chaotic, unpredictable journey.



We started this adventurous journey in the month of June, during my summer vacation. After checking into our resort in Manali, we treated ourselves with some hot, fresh Siddu while soaking in the scenic beauty of the mountains. The next couple of days were spent exploring local spots like Hidimba Temple, Mall Road, Solang Valley etc. Finally, we decided to head towards Baralacha Pass via the Atal Tunnel, booking our transport through HPTDC. The pass is about 150 km from Manali. We stopped near the tunnel entrance to click a few selfies and pictures before halting for breakfast at The Chanderabhaga, an HPTDC hotel in Keylong. After packing our lunch from there,

we continued our journey. As we got closer to the pass and hit an altitude of around 14,500 feet (~4419 m), many co-passengers started getting severe altitude sickness. Luckily, by the God's grace, we were absolutely fine as we were inhaling camphor continuously. We thoroughly enjoyed the drive and successfully made it to the top. The feeling of reaching the peak brought a real sense of triumph and enlightenment—and of course, we captured plenty of photos to look back on.

Later, we had our packed lunch and spent some quiet time sitting at a camp near Suraj Tal (lake). With that, our incredible Himalayan adventure came to an end as we made our way back to Manali, and finally returned home to Ahmedabad.



Travelogue: 5 Days in Andaman & Nicobar Islands

Priyanka Saha Pramanik

"Turquoise Waters, Deep History, and Island Smiles….."

The Andamans do not just give you a vacation. They give you stories that stay with you, silences that heal you, and sunsets you never forget. This is the story of our five days in a place where history whispers from prison walls and nature speaks through turquoise waves. We landed at Veer Savarkar Airport, Port Blair where History Breathes with its warm, salty air and even warmer smiles. The island had already started its magic.

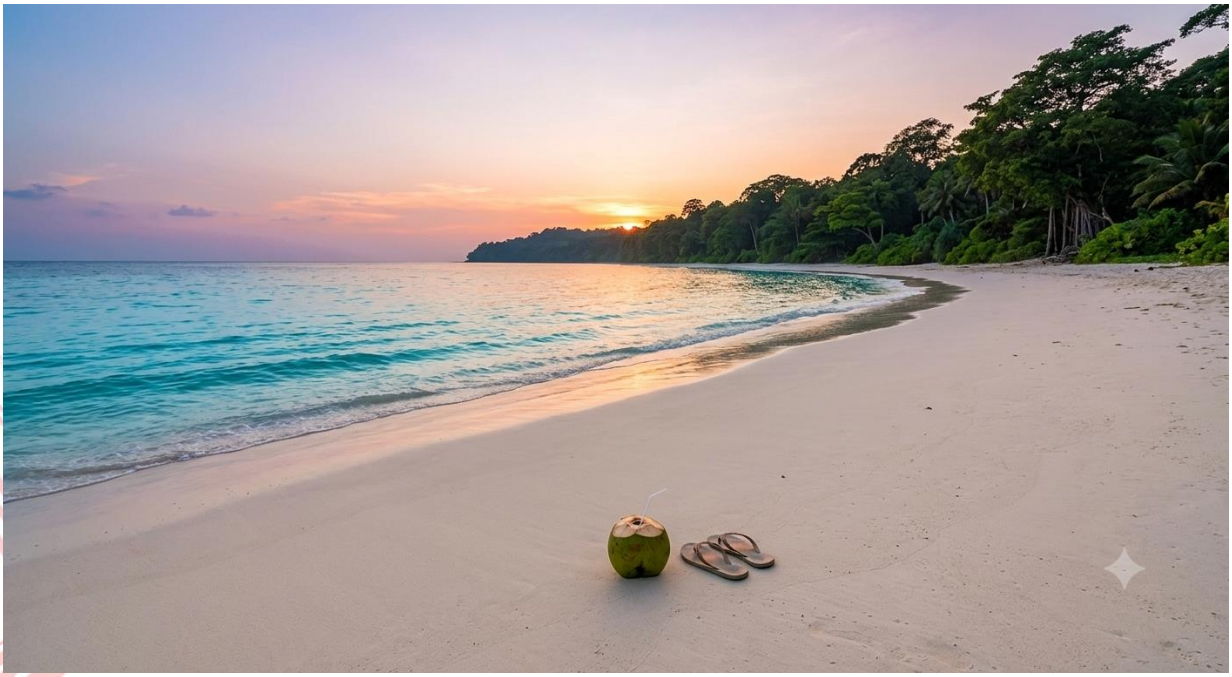
Our hotel welcomed us not with a formal check-in, but with a tender coconut in our hands – that is Andaman hospitality for you - simple, genuine, and from the heart. By evening, we were at the Cellular Jail. As the sun set, the Light & Sound Show began. Standing inside those dark, silent cells where our freedom fighters once suffered, we didn't just hear history; we felt it. It was emotional, it was overwhelming, and it made patriotism real. In the Andamans what I can feel is that a guest is not a customer to them. He is family. Every person we met was respectful, calm, and ever-helpful.

The morning began with a ferry to Ross Island, the Ruins, Reefs and Open Sea. It felt like stepping into a forgotten world. British bungalows, now ruins, are wrapped in giant banyan roots, and spotted deer walk freely as if they own the island. It truly felt as if time had stopped there. From history, we dived into marine life at North Bay. The best part of the day was still to come. We boarded a luxury cruise that sailed around the islands. There was a buffet lunch, soft music, an open sky above and an endless sea below, just the foam of the waves, the sound of the wind, and pure peace. We spent the daytime on the cruise and sailed towards Havelock, nature's Masterpiece.

An early morning ferry took us to Havelock Island, home to Radhanagar Beach – consistently ranked among Asia's best beaches, and we now know why. The white sand was like powdered sugar, the water was crystal clear turquoise, and the sunset looked like someone had spilled paint across the sky. We tried kayaking, scuba diving, and a glass-bottom boat ride. Snorkeling over coral gardens, we saw a world of color right beneath us- parrotfish, clownfish, and corals swaying like flowers. The denizens of the deep pressed softly against our outstretched palms and feet. The most beautiful moment was when we simply sat on the sand, with no mobile network and no noise - just us and the waves.

The hospitality here touched our hearts. The homestay owners served us home-cooked fish curry, shared stories of real island life, and even arranged a beautiful candle-light dinner on the beach

for us. We cycled through the lush green lanes of Neil Island, the Wonder of Earth, Nature's Oddities. The wind brushes against our locks at Bharatpur Beach. It was quiet, untouched, and pristine. Late afternoon, we set out on an adventure towards Diglipur to witness a rare wonder at Baratang - the Mud Volcano. It was not fire and lava, but cold, grey mud bubbling softly from the earth's heart. A strange, fascinating reminder of how mysterious our planet is. The drive itself was an adventure - through dense mangrove forests and along the fringes of the tribal reserve areas. We spent our day at Baratang and then return to Port Blair. The last day gave us the most important lesson of the entire trip. We learned about the primitive tribes of Andaman - the Jarawas, the Onges, and the Sentinelese. Our guide told us something we will never forget: "Look from a distance. Respect their forest. Don't take photos." We did not disturb them. We understood that some cultures are not meant to be photographed; they are meant to be protected. To know more, we visited the Anthropological Museum in Port Blair, which beautifully preserves their history, tools, and crafts. In the evening, we took our last walk at Corbyn's Cove Beach, bought handmade shell crafts from local artisans, and boarded our flight back - with salty hair, sun-kissed skin, and a very full heart. And as every auto driver, hotel staff, and boatman had said with a smile, "Aap phir aana" - Please come again. We know we will. What Andaman Left Us With: History: The Cellular Jail made us realize the price of freedom. Nature: Every island was different - Radhanagar for its beauty, Ross for its ruins, Baratang for its wonders. People: The hospitality is not five-star luxury; it is five-star humanity. Learning: The greatest souvenir is learning to travel responsibly - Take only photos, leave only footprints.



A memorable trip to Dubai: A Dreamy Adventure

Sourat Garai

One evening Dad came home with a smile,

I asked, “What’s the news? Tell me in a while!”

He said, “Pack your bags, and get ready to fly,

We are going on a trip to Dubai!”

Mom hugged Dad, I jumped with delight,

I packed my suitcase early that night.

We booked a cab and reached the airport,

My heart was dancing, I couldn’t wait anymore!

We boarded the plane and flew so high,

Tiny cars and buildings passed by.

White fluffy clouds and skies so blue,

With yummy plane snacks to enjoy too!

We reached Dubai, what a wonderful sight,

The airport was huge, shining so bright!

A five-star hotel was our place to stay,

We got ready to explore and play! First came Dubai Mall, so grand and tall,

We shopped and enjoyed, having fun all!

Then came the fountains, dancing with light,

Singing and sparkling, a magical sight!

There stood Burj Khalifa, touching the sky,

Oh my! Oh my! We went up so high,

From the 163rd floor, what a view,

The whole city sparkled like morning dew!

Suddenly, I heard, “Wake up! Wake up!”

I opened my eyes and sat right up!

Oh! It was a dream, but I know someday,

I’ll make it real and fly to Dubai!

A dream so bright, a memory to keep,

My Dubai adventure was only in sleep!



Two Birds in the Banyan Rain

Priyanka Saha Pramanik

On a trembling branch the monsoon fell,
Drum-drumming on each leaf and dell.
Two small birds huddled, feathers tight,
Eyes on the nest tucked out of sight.

Mother Bird:
“Oh, hear the rain, so loud, so fast!
Will our twigs and grass and dreams all last?
Our little one with down so new,
Is shivering in a puddle of blue?”

Father Bird:
“I flew through wind to check the nest,



The roof holds on — but not for rest.
The world outside is wild and wide,
Will our child learn to glide and ride?”

Mother Bird: voice soft
“I worry for the storms to come,
For empty skies and skies so numb.
Will there be worms, will there be trees,
Will she find home on stronger breeze?”

Father Bird: nudges closer
“Love, we built with care and song,
We taught her wings to be brave and strong.
Rain will pass, the sun will climb,
And she will grow in her own time.”

Both Together:
“Little one, grow feather by feather,
Learn to laugh at stormy weather.
We’ll bring you food, we’ll teach you flight,
And guard your dreams through day and night.”

The rain slowed down to a silver hush,
From the nest came a tiny rush.
Two bright eyes and a hopeful cheep —
And all their worries fell asleep.gi



সুজির রসমালাই

গীতিকা চক্রবর্তী

১ কাপ সুজি ও ঘরোয়া উপকরণ দিয়ে খুব সহজেই তৈরি করে ফেলুন নরম তুলতুলে রসমালাই যা খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু।

উপকরণ (সুজির ডো তৈরি করার জন্য) **: -**

1. ১ কাপ সুজি
2. দুধ -২ কাপ
3. ঘি – ২ চামচ
4. চিনি – ৪ চামচ
5. গুড়ো এলাচ – ২ চামচ

মালাই তৈরি করার জন্য:-

1. দুধ ৩ কাপ , গুড়ো দুধ ১/২ কাপ
2. চিনি ১ কাপ
3. ৪ থেকে ৫ টি গোটা এলাচ (হালকা গুড়ো করে)
4. কাজু, পেস্তা এবং কাঠ বাদাম কুচি

পদ্ধতি : একটি কড়াই এ ২ চামচ ঘি দিয়ে গরম করে তাতে ২ কাপ দুধ, ৪ চামচ চিনি এবং এলাচ গুড়ো দিয়ে মাঝারী আঁচে ফুটতে দিন। দুধ ফুটে উঠলে আসতে আসতে সুজি ঢালুন এবং অনবরত নাড়তে থাকুন যাতে সুজি দলা না পাকিয়ে যায় । মিশ্রণ টি ঘন হয়ে এলে একটি বড় বাটি তে ঢেলে ঠান্ডা হতে দিন। এর পর সামান্য ঘি দিয়ে ভাল করে মেখে নিন। এর পর ছোট ছোট করে লেচি কেটে নিজের পছন্দ মতো আকার (গোল বা চেপ্টা) বানিয়ে নিন। এবার, অন্য একটি কড়াই এ তিন কাপ দুধ ও ১/২ কাপ গুঁড়ো দুধ , চিনি এবং গুঁড়ো করা এলাচ দিয়ে ফুটিয়ে নিন। মাঝারী আঁচে দুধ ফুটিয়ে একটু গাঢ় করে নিন। দুধ সামান্য গাঢ় হতে শুরু করলে বানিয়ে রাখা রসমালাই গুলো একে একে দিয়ে দিন। মাঝারী আঁচে ঢেকে ৬-৭ মিনিট ফুটতে দিন। ৭ মিনিট পর গ্যাস বন্ধ করে দিন এবং ৩০ মিনিট এর জন্য রেখে রাখুন। এর পর উপর থেকে কাজু, পেস্তা ও কাঠ বাদাম কুচি ছড়িয়ে পরিবেশন করুন, দারুন স্বাদের সুজির রসমালাই।

PARSHWANATH INFOTECH

SINCE 2017

Reliable Manpower Solutions for Government Departments

Committed People for a Stronger Governance

Supporting Government Departments with Skilled, Reliable and Verified Manpower.



OUR MANPOWER OUTSOURCING SERVICES FOR GOVERNMENT DEPARTMENTS

IT & TECHNICAL SUPPORT
- Software Developer
- Data Entry Operator
- IT Support Staff

OFFICE & ADMINISTRATIVE STAFF
- Office Assistant
- Clerk
- Stenographer
- Data Analyst
- Receptionist

SUPPORT STAFF & GENERAL SERVICES
- Peon
- Driver
- Office Boy

Skilled & Trained Manpower | Verified Personnel | Timely Deployment | Professional and Disciplined Staff



Email: PARAS3D@GMAIL.COM

Contact: 079-45854171

ইচ্ছে হলে রান্না করি - ধনিয়া কাতলা

স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়

গরমের শুরুতে আম-কাতলের স্বাদ যেমন জিবে জল আনে, বর্ষার শেষে পূজার মুখে ধনে-কাতলা তেমনি স্বাদে গন্ধে মন ভরিয়ে দেয়। এখানে একটা ধনে-কাতলার সহজ রেসিপি দিলাম।
এক গোছা ধনেপাতা আর তিন চারটে কাঁচালঙ্কা বেটে নাও।
একটা বাটিতে দু-তিন চামচ টক দই, এক চামচ করে ধনে, জিরে আর হলুদ গুঁড়ো, আন্দাজ মত নুন আর চিনি দিয়ে ফেটিয়ে রাখো।

কাতলা মাছের চার পাঁচ টুকরো নিয়ে নুন হলুদ মেখে অল্প ভেজে তুলে রেখে, মাছভাজা তেলে কালো জিরে ফোরন দিয়ে ধনেপাতা বাটা দিয়ে দাও।

ধনেপাতার মশলা টা কসানো হয়ে গেলে তাতে দই এর মিশ্রণ টা ঢেলে দাও। অল্প একটু জল দাও। ঝোল ফুটে উঠলে ভাজা মাছগুলো ছেড়ে, একটু সময়ের জন্য ঢিমে আঁচে ঢেকে রেখে দাও।

ব্যস ধনিয়া কাতলা রেডি।

ভাতে মেখে, মুখে দিয়ে কয়েক সেকেন্ডের জন্য একটু চোখ বুঁজে টাটকা ধনেপাতার গন্ধের সাথে কাতলা মাছের স্বাদ নিতে হয়।
একেবারে স্বর্গীয়।





Healthy Banana bread

স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়

জানো ত বেশী ময়দা, মাখন আর চিনি খাওয়া শরীরের পক্ষে ভালো নয়। অথচ কেক বানাতে এইগুলোই লাগে। আর কেক এর মত জিনিস কি না খেয়ে থাকা যায়? তাই এখানে ময়দা, মাখন, চিনি ছাড়া এমন একটা কেক এর রেসিপি বলছি যা স্বাস্থ্যকর । আর সহজেই বানানো যায় মজার ব্যাপার হল এর নাম bread হলেও এটা খেলে মনে হয় কেক খাচ্ছি ।

প্রথমে কি কি লাগবে বলি।

- সাদা তেল ⅓ কাপ,
- মধু অথবা Maple syrup ½ কাপ,
- ডিম 2,
- পাকা কলা চটকানো 1 কাপ,
- দুধ ¼ কাপ,
- বেকিং সোডা 1 চা চামচ,
- লবণ ½ চা চামচ,
- ভ্যানিলা এসেন্স 1 চা চামচ,
- দারচিনি গুঁড়ো ½ চা চামচ,
- আরও একটু বেশী ওপরে ছড়ানোর জন্য,
- আটা 1 ¾ কাপ,
- আখরোটের টুকরো,
- chocolate chips,
- কিসমিস,
- dry fruits টুকরো,
- পাকাকলার slice।

না সবকটা নয়, এর মধ্যে ইচ্ছে মত যে কোন একটা দিলেই হবে। প্রথমে oven 180 C তে preheat করে নাও। mould টার গায়ে ভেতরদিকে একটু তেল মাখিয়ে নাও। থাকলে butter paper লাগিয়ে নাও। একটা বড় bowl এ তেল আর মধু একসঙ্গে ভালো করে ফেটিয়ে নাও। আমি ত electric beater দিয়ে তিন চার মিনিট ফেটাই। এর পর ডিম দুটো দিয়ে আবার ভালো করে ফেটাও । এবার চটকান কলা আর দুধ দিয়ে ঘুটে নাও। এরপর আটা, বেকিং সোডা আর দারচিনি গুঁড়ো একসঙ্গে ভালো করে ছেঁকে নিয়ে গোলার মধ্যে একটু একটু করে দিয়ে ঘুটে যেতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যাতে দলা পাকিয়ে না যায়। শেষে vanilla essence দিয়ে ভালো করে মিলিয়ে নিলেই batter তৈরী। এরপর কিসমিস, বাদাম বা যেটা খেতে ভালোবাসো মিলিয়ে দিয়ে mould এ ঢেলে নাও । আর ওপরে একটু দারচিনি গুঁড়ো ছড়িয়ে oven এ দিয়ে দাও। 180 C তে 55 থেকে 60 মিনিট bake করে নাও। একটা toothpick যখন কেক এর মধ্যে ঢোকালে পরিষ্কার বেড়িয়ে আসবে তখন ঠিক ঠিক

bake হয়েছে বুঝবে।ব্যাস 10 মিনিট ঠান্ডা করে mould এর বাইরে এনে কেটেকুটে খেয়ে দেখ কেমন হল। এটা আমেরিকায় খুব popular. আমার ত খুব ভালো লাগে। বানিয়ে খাইয়ে, খেয়ে দেখ তোমার কেমন লাগে ।





PAINTINGS



Devi Shailaputri painting by

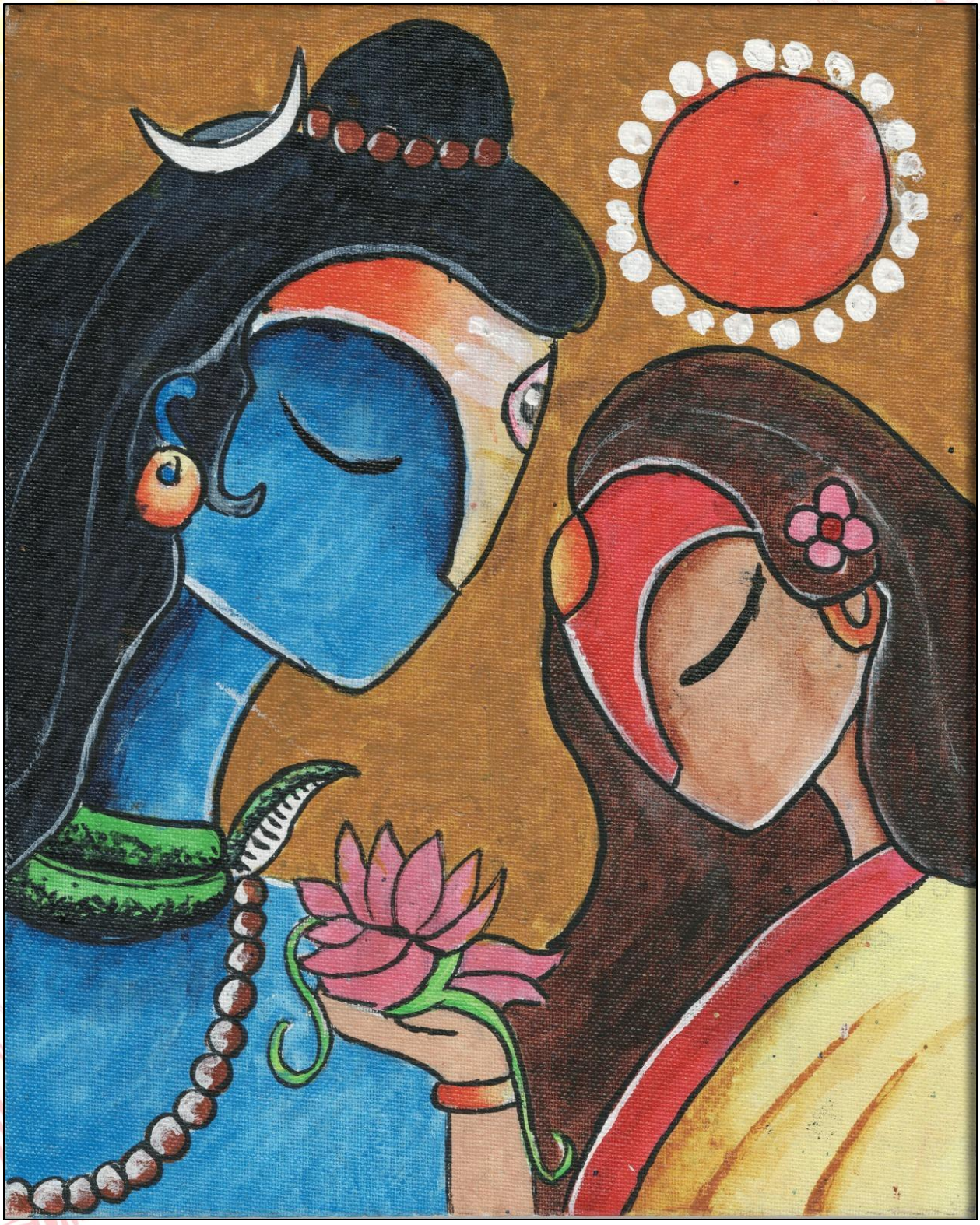
Rudranil Misra



Painting by Ananya Paul



Painting by Sharanya Paul



Painting by Srujonika Dey



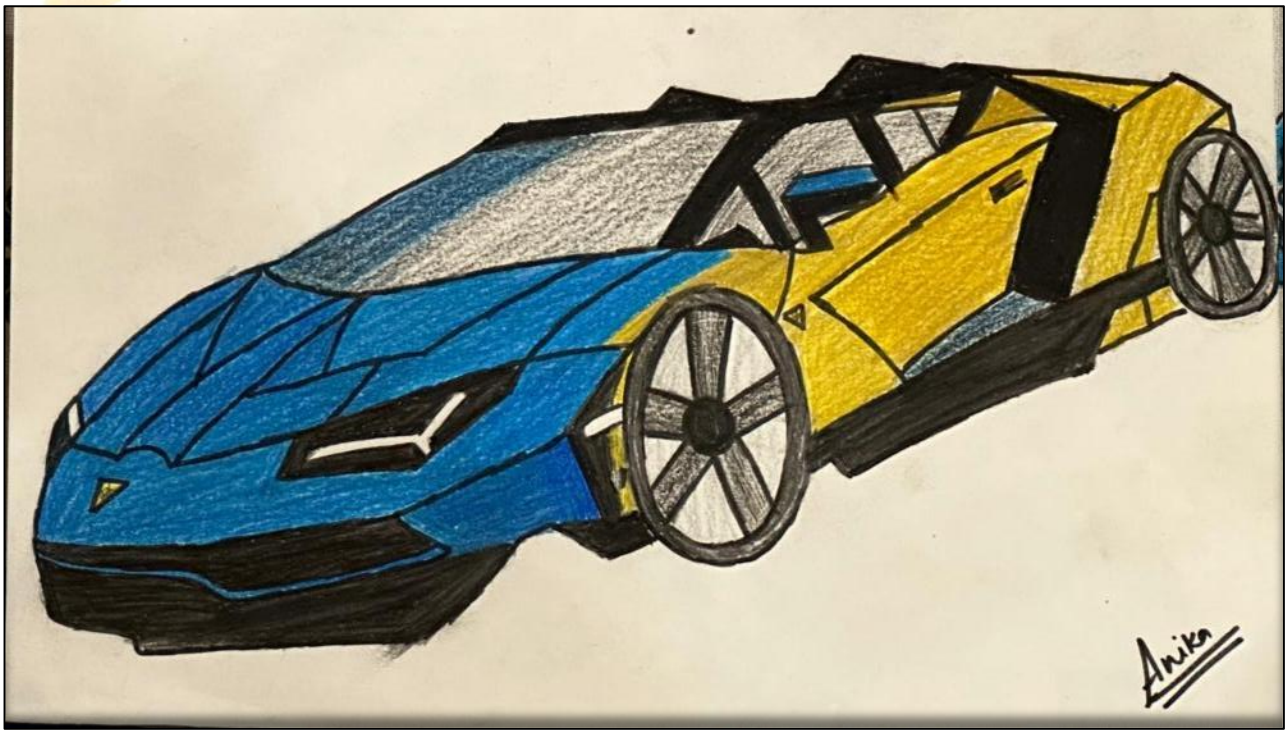
Painting by Sreejita Dey



Painting by Aratrika Ghoshal



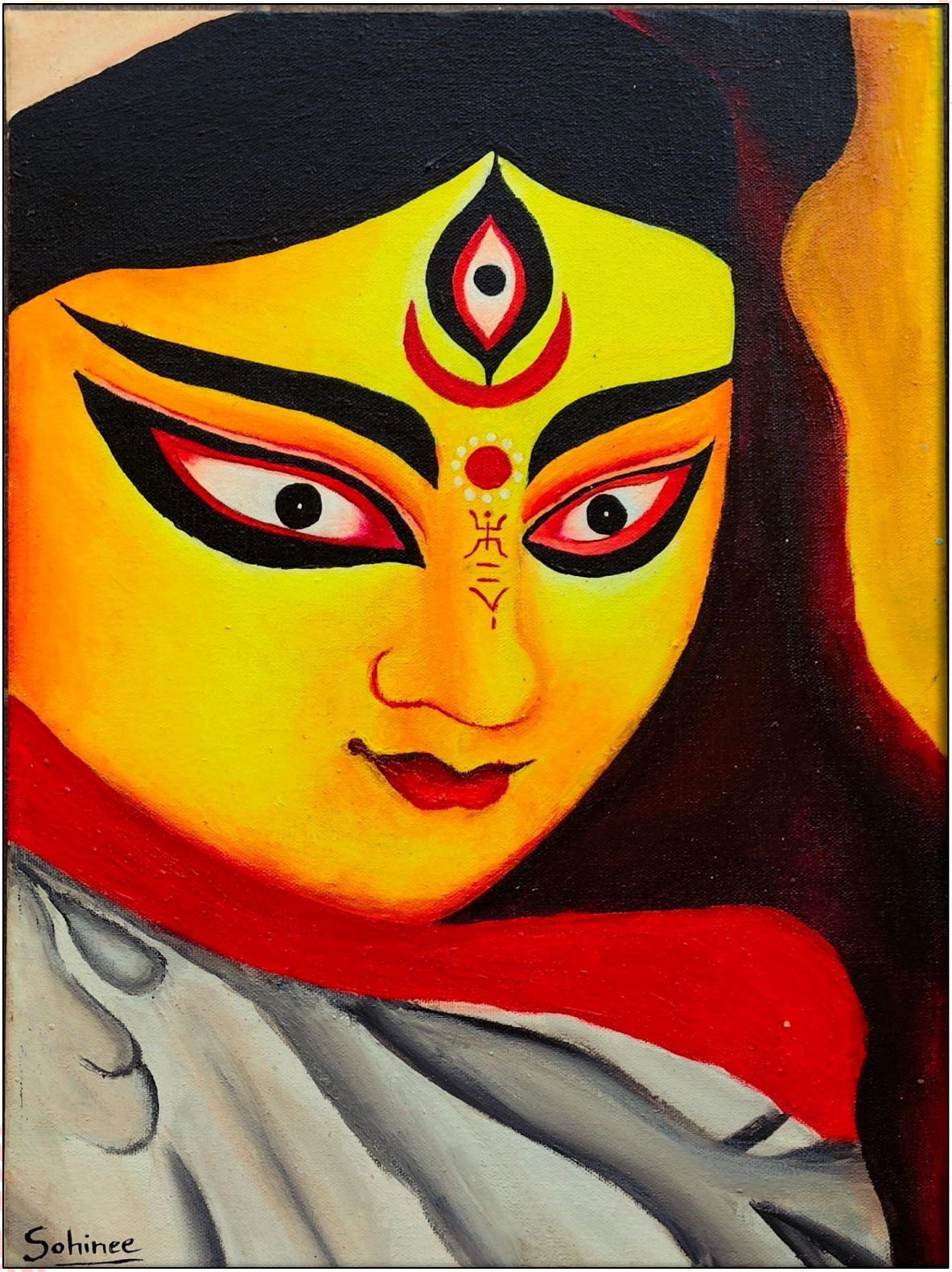
Painting by Bhargav Pramanik



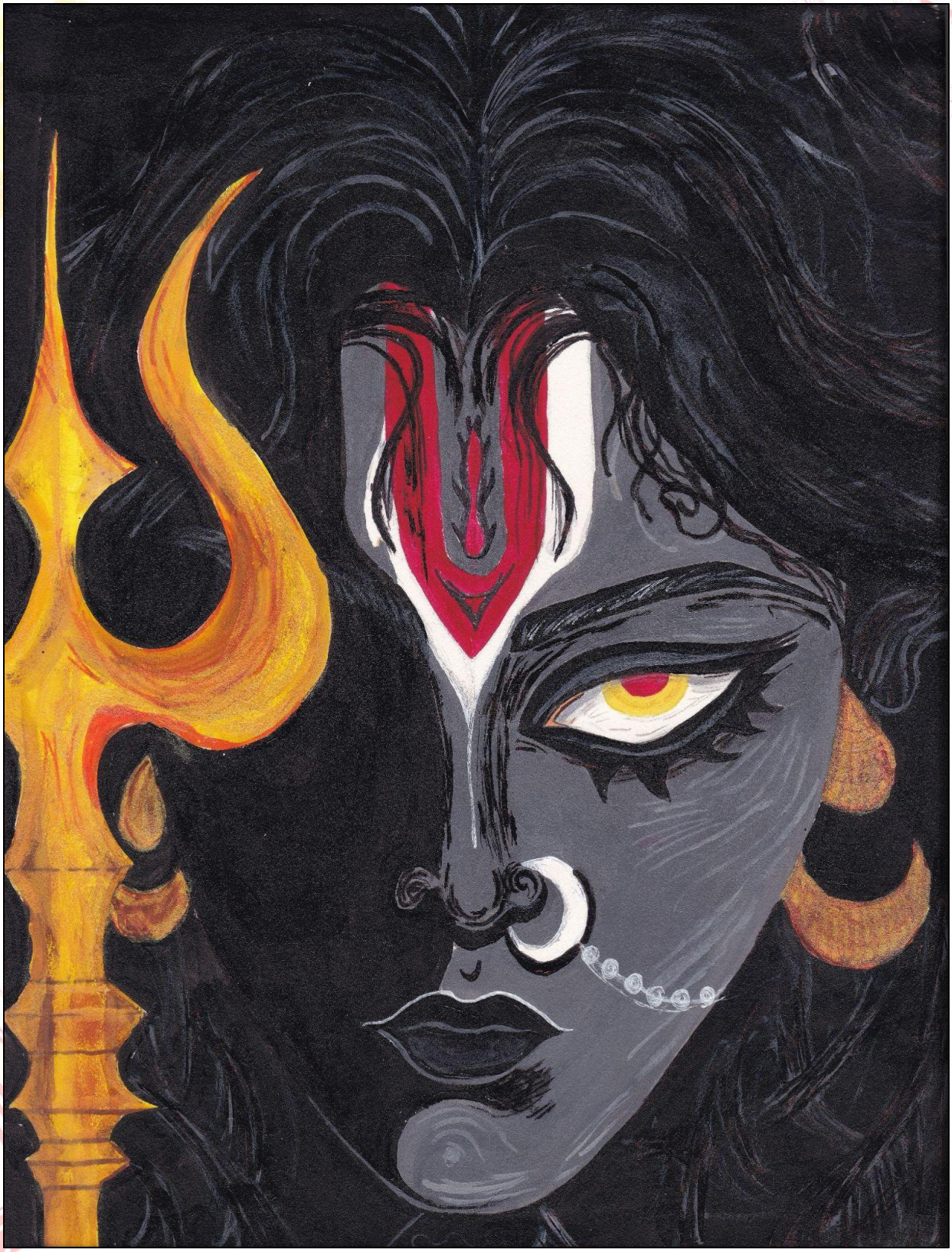
Painting by Anika Shukla



Painting by Sidhiksha Deb



Painting by Sohinee Chakraborty



Painting by Srishti Maity



Painting by Anika Shukla



The bird sitting on Carnation by *Swapna Bandyopadhyay*

Embroidery is my passion. Fabric is my canvas and thread is my paint, my needle painting embroidery is how I express myself to the world. I don't sew because I have time. I sew because it gives me time … time to think, breathe and just be.



Trees of Life: An art by Swapna Bandhopadhyay

Celebrating Academic Excellence



Bangiya Antariksha Sanskritik Samiti (BASS) proudly recognizes

Sarvajit Mukhopadhyay, Sidhiksha Deb, Krittika Acharya, Anika Shukla**, and **Nibha Singanudi

who have demonstrated outstanding academic excellence by securing 90% or above in the Class X Board Examination, with the BASS Academic Excellence Award 2026. This initiative celebrates their dedication, perseverance, and pursuit of excellence while inspiring the younger generation of the BASS family to aim higher and continue their journey of learning and achievement. BASS heartily congratulates all the awardees and wishes them a bright and successful future.



BASS DURGA PUJA 2026 SUBSCRIPTION LIST

(till 11 Oct 2026)

With heartfelt thanks to all our generous supporters

Protima Sponsorship

No.	Contributors	Amount
1	Somya Sarkar and Arti Sarkar	**Rs 15,000/-**
2	Gautam & Moumita	**Rs 15,000/-**
3	Indrani, Sushil, Ayushmaan	**Rs 15,000/-**
4	Shreya Misra and Indranil Misra	**Rs 15,000/-**
5	Ashish, Bipasha and Anika Shukla	**Rs 15,000/-**
6	Deepshikha and Suman	**Rs 15,000/-**
7	Anubhuti and Satadru	**Rs 15,000/-**
8	Jolly Dhar and Debajyoti Dhar	**Rs 15,000/-**
9	Amiya Biswas and Family	**Rs 15,000/-**
10	Jayashree & Barun Basu, Tanushree & Koushik Basak	**Rs 15,000/-**

Purohit

No.	Contributors	Amount
1	Swapna and Kalyan Bandyopadhyay	**Rs 25,000/-**

Protima'r Saj-Sajja

No.	Contributors	Amount
1	Sunil, Nupur, Sudipta and Prantik Chakraborty	**Rs 20,000/-**
2	Sanchita and Sukamal Paul	**Rs 10,000/-**
3	Ankita Ghosh and Ayan Das	**Rs 10,000/-**

Astami Puja Samagri

No.	Contributors	Amount
1	Sasmita and Ravi Chaurasia	**Rs 10,000/-**

Maha Saptami Mayer Bhog

No.	Contributors	Amount
1	Saroj Maity and Mahesweta Maity	**Rs 10,000/-**
2	Prasenjit Dhar	**Rs 10,000/-**
3	Arup Hait and Susmita Hait	**Rs 10,000/-**
4	Sayanti Atrish Mukherjee and Family	**Rs 15,000/-**
5	Swapna Aich Bhowmick	**Rs 10,000/-**

Maha Saptami Mayer Bhog (Day-2)

No.	Contributors	Amount
1	Ashutosh Dutt and Family	**Rs 10,000/-**
2	D K Das and Bharati Das	**Rs 15,000/-**
3	Uttam Dey	**Rs 10,000/-**
4	Subhash Chandra Bera	**Rs 10,000/-**

Maha Saptami Pujo Fruits

No.	Contributors	Amount
1	Saroj Maity and Mahesweta Maity	**Rs 5,000/-**
2	Sujit and Paromita Basu	**Rs 5,000/-**
3	Anup Das and Family	**Rs 5,000/-**

Maha Saptami Pujo Fruits (Day-2)

No.	Contributors	Amount
1	Subhajit Paul	**Rs 5,000/-**
2	Srimanta Mitra	**Rs 5,000/-**
3	Debojyoti Ganguly and Family	**Rs 5,000/-**

Dhaki

No.	Contributors	Amount
1	Mitali and Abhijit Sarkar	**Rs 10,000/-**
2	Pradyuta, Shruti and Santanu Sinha	**Rs 10,000/-**

Maha Shashti Pujo Samagri

No.	Contributors	Amount
1	Bijoy Roy	**Rs 10,000/-**

Maha Shashti Pujo Fruits

No.	Contributors	Amount
1	Rashmi and Namit Mahajan	**Rs 5,000/-**
2	Avek Sarkar	**Rs 5,000/-**
3	Krishna Mukherjee	**Rs 5,000/-**

Maha Ashtamir Mayer Bhog

No.	Contributors	Amount
1	Sarmistha and Sumitesh Sarkar	**Rs 10,000/-**
2	Abhishek, Gitika, Agrat Chakraborty	**Rs 10,000/-**
3	Abhijit Sarkar and Mitali Sarkar	**Rs 10,000/-**
4	Arti Sarkar and Somya Sarkar	**Rs 10,000/-**
5	Ranendu Ghosh and family	**Rs 10,000/-**
6	Saswati and Bimal Bhattacharya	**Rs 10,000/-**
7	Dibyendu and Amrita Chakraborty	**Rs 10,000/-**
8	Trina and Sankar Mukhopadhyay	**Rs 10,000/-**
9	Ratna and Soumen	**Rs 10,000/-**

Maha Nabami Mayer Bhog Prasad

No.	Contributors	Amount
1	Srijita and Ranajit Dey	**Rs 10,000/-**
2	Sukanto and Rumkee	**Rs 10,000/-**
3	Srubabati Goswami and Shubhendra Mohanty	**Rs 10,000/-**
4	Basudeb, Priyanka, Maya, Bhargav and Bihaan Pramanik	**Rs 10,000/-**

Sandhi Pujo

No.	Contributors	Amount
1	Ajit Samanta and Kalpana Samnata	**Rs 10,000/-**
2	Sampa Roy, Sujit Roy and Sayanika Roy	**Rs 10,000/-**
3	Arup Roy Chowdhury	**Rs 10,000/-**
4	Shantanu Chowdhury	**Rs 10,000/-**
5	Sanjib Deb, Debomita and Sidhiksha	**Rs 10,000/-**

6	Ananya Ray	**Rs 10,000/-**
7	Anurag and Madhurima	**Rs 10,000/-**
8	Partha Sarathi Nandy and Family	**Rs 10,000/-**

Maha Asthami Pujo Fruits

No.	Contributors	Amount
1	Kankan Paul and Anika Shukla	**Rs 5,000/-**
2	Kingshuk Acharya, Inka Acharya, and Mahua Ray	**Rs 5,000/-**
3	Mousami Basu	**Rs 5,000/-**

Maha Navami Pujo Fruits

No.	Contributors	Amount
1	Sanjib Deb, Debomita and Sidhiksha	**Rs 5,000/-**
2	Udayan Choudhary	**Rs 5,000/-**
3	Partho Konar	**Rs 5,000/-**

Maha Dashami Pujo Fruits

No.	Contributors	Amount
1	Anirban Paul	**Rs 5,000/-**
2	Sarathi Mondal and Family	**Rs 6,000/-**
3	Anup Kumar Mondal	**Rs 5,000/-**

Pujo Support and Arrangements

No.	Contributors	Amount
1	Ashish Mishra	**Rs 5,000/-**
2	Ranajit Pal and Family	**Rs 5,000/-**
3	S Manthira Moorthi	**Rs 5,000/-**
4	Saumi and Family	**Rs 5,000/-**
5	Swati Banerjee and J. Banerjee	**Rs 5,000/-**
6	Raju Das	**Rs 5,000/-**
7	Sandip Paul	**Rs 5,000/-**
8	Nandini Ray Choudhary	**Rs 5,000/-**
9	Sudeepta Sen	**Rs 4,000/-**
10	Nikisha and Abhishek Dutta	**Rs 3,001/-**
11	Saptarshi Lohia	**Rs. 3,000/-**
12	Ruma and Family	**Rs 3,000/-**
13	Chandra Prakash	**Rs 2,500/-**
14	Raj Kumar and Family	**Rs 2,000/-**
15	Deepak Putrevu	**Rs 2,000/-**
16	Ankur Garg	**Rs 2,000/-**

BASS

Bangiya Antariksha Sanskritik Samiti

Durga Puja 2026

Committee

ADVISORY COMMITTEE

Shri. Somya S Sarkar
Shri. Sumitesh Sarkar
Shri. Santanu Chowdhury
Shri. Dipak Kumar Das
Shri. Debajyoti Dhar
Shri. S C Bera
Shri. Kalyan Bandyopadhyay
Shri. Arup Roychowdhury
Shri. Prasenjit Dhar

Shri. Abhijit Sarkar
Smt. Srubabati Goswami
Shri. Bimal Bhattacharya
Smt. Jolly Dhar
Shri. Dibyendu Chakraborty
Shri. Arup Hait
Smt. Saswati Bhattacharya
Smt. Swapna Bandopadhyay
Smt. Misthtimita Roychowdhury

EXECUTIVE COMMITTEE

President	:	Shri. Prantik Chakraborty
Vice President	:	Smt. Indrani Choudhury Singh
Secretary	:	Smt. Moumita Dutta
Joint Secretary	:	Shri. Ranajit Dey
Treasurer	:	Shri. Koushik Basak
Joint Treasurer	:	Shri. Atrish Mukherjee

MEMBERS

Smt. Tanushree Basak
Shri. Goutam Samanta
Shri. Indranil Misra
Shri. Suman Aich
Smt. Sreejita Dey
Shri. Ayan Das
Smt. Sasmita Chaurasia
Shri. Ananya Ray

Shri. Soumen Gorai
Smt. Sayanti Mukherjee
Smt. Sudipta Chakraborty
Smt. Shreya Misra
Smt. Deepshikha Bakshi
Shri. Saroj Maity
Shri. Sukamal Kumar Paul
Shri. Sushil Singh

E-Mail: bangiyaantariksha@gmail.com
Website: https://bangiyaantariksha.org/

SJ Shreeji Jewels
Pvt. Ltd.

Timeless Elegance
in Every Piece



Antique Jewellery



Daimond Jewellery



Silver Jewellery



Special Rate for SAC/PRL

9327884591
PRAGNESH SONI

9327084591
Know More Scheme and Rate

Near Adesh Society,
Kalikund - Dholka Road,
Dholka